ইসরায়েলি মন্ত্রীর গায়ে কাদা ছুড়ে মারলেন ক্ষুব্ধ নারী

সারে-জমিন

সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে ছয় সম্প্রদায়ের রক্তদান

রূপসী বাংলা

শেখ হাসিনাকে নিয়ে দ্বিধায় দিল্লি!

সম্পাদকীয়

দিব্যজ্ঞান লাভ করা এক সুফি দার্শনিক ইবনে আরাবী

রবি-আসর

১৩ সেকেন্ডে গোল খেয়েও ফ্রান্সকে হারাল ইতালি

খেলতে খেলতে


# আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
২৩ ভাদ্র ১৪৩১
৪ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 244 ■ Daily APONZONE ■ 8 September 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com


**প্রথম নজর**

## সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠর ৮ কোটি টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত ইডির

**আপনজন ডেস্ক:** আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৮ কোটি টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কলকাতার হাসপাতালে এক জুনিয়র ডাক্তারকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ডঃ ঘোষ বর্তমানে সিবিআই হেফাজতে রয়েছেন। সিবিআই ডাঃ ঘোষের বিরুদ্ধে হাসপাতালের একাধিক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও এনেছে। সল্টলেকের বাড়ি থেকে ওই ব্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে আসা ইডি সূত্রের খবর, ডঃ ঘোষ অন্যান্য কানেকশনও খতিয়ে দেখছে, যেখানে ডঃ ঘোষ সমস্ত মেডিক্যাল কেলেঙ্কারি থেকে যে বেআইনি টাকা পেতেন, তা লুকিয়ে রাখতেন। সূত্রের খবর, তদন্তের অংশ হিসেবে শুক্রবার সন্দীপ ঘোষের এক সহযোগীকে কয়েকটি সম্পত্তিতে নিয়ে যায়। ওই দিনই একাধিক জায়গায় সন্দীপ ঘোষ ও তাঁর তিন সঙ্গীর বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি।

# নিট কাউন্সেলিংয়ে নিয়ম ভঙ্গের গুরুতর অভিযোগ উঠল স্বাস্থ্য দফতরের বিরুদ্ধে

## কাউন্সেলিং-এ ক্যাটেগরি পরিবর্তন করার অপশন তোলায় ভুগছে ওবিসিরা

**আপনজন:** ২০২৪-এ সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এর রেজাল্ট অনুসারে ওয়েস্টবেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটি ইতিমধ্যে প্রথম রাউন্ড কাউন্সেলিং-এ আবেদনকারীদের পছন্দমতো মেডিক্যাল কলেজ বাছাইয়ের কাজ শেষ করেছে। কিন্তু এবারের কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া নিয়ে ওয়েস্টবেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটির নিয়ন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দফতরের বিরুদ্ধে সরকারি নিয়ম ভঙ্গের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। আর তার ফলে ওবিসি তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ হল, ২০২৩ সালে নিট-এর কাউন্সেলিং-এ যে নিয়ম নীতি ছিল ২০২৪ সালে তারা তার পরিবর্তন এনেছে। অজ্ঞাত কারণে এই পরিবর্তন সেই সময় এনেছে যখন কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে ২০১১ সাল ও পরবর্তী সময়ের ওবিসি শংসাপত্র বাতিল ঘোষণা করেছে। সেই সঙ্কটঘন সময়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য ভবন মেডিক্যালের কাউন্সেলিং-এর সময় সংরক্ষণ ক্যাটাগরি পরিবর্তন না করার ও জমা না নেওয়ার নিয়ম জারি করেছে। যদিও ২০২৩ সালে এই নিয়ম ছিল না। ২০২৩ সালে কাউন্সেলিং এর সময় সংরক্ষণ ক্যাটাগরি পরিবর্তন করে আবেদন জমা করার অপশন ছিল এবং তার ভিত্তিতেই মেধা তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

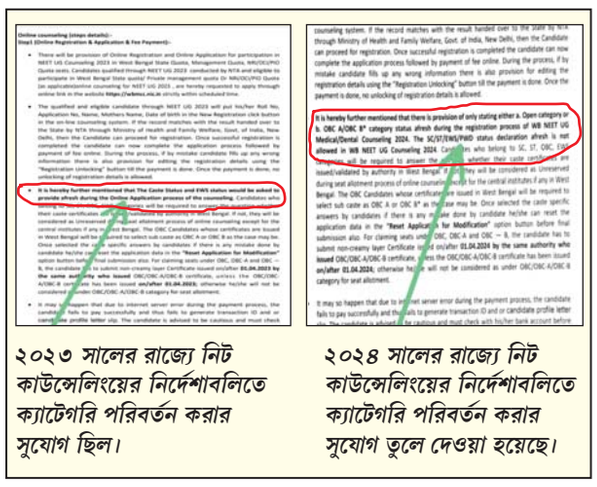

*২০২৩ সালের রাজ্যে নিট কাউন্সেলিংয়ের নির্দেশাবলিতে ক্যাটেগরি পরিবর্তন করার সুযোগ ছিল।*

*২০২৪ সালের রাজ্যে নিট কাউন্সেলিংয়ের নির্দেশাবলিতে ক্যাটেগরি পরিবর্তন করার সুযোগ তুলে দেওয়া হয়েছে।*

এই নিয়ম পরিবর্তন করে স্বাস্থ্য দফতর একদিকে যেমন ২০২৩ সালের ২৬শে জুলাই বিসিডব্লিউ এর প্রকাশিত নির্দেশ অমান্য করেছে, অন্যদিকে তেমনি এবছরে প্রকাশিত এনটিএ অর্থাৎ ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির নির্দেশও অমান্য করেছে বলে অভিযোগ। উল্লেখ্য, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে, যারা রাজ্য সরকারের মান্যতাপ্রাপ্ত ওবিসি কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের মান্যতাপ্রাপ্ত নয় তাদের ২০২৩ সালের ২৬শে জুলাই রাজ্যের ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের এর পক্ষ থেকে ইডব্লিউএস-এর সার্টিফিকেট দেওয়ার নোটিশ প্রকাশিত হয়। ওই নোটিফিকেশনে (1352-BCW/MR-52/2019 Date: 26.07.2023) বলা হয়, যেসমস্ত রাজ্যের ওবিসি তালিকাভুক্তরা কেন্দ্রীয় ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের ইডব্লিউএস সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে। আর আবেদনকারীরা চাকরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ইডব্লিউএস সংরক্ষণের সুবিধা পাবে। কিন্তু রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বর্তমান গাইডলাইনের পরে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রকাশিত ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের এই নোটিফিকেশন গুরুত্বহীন হয়ে গেল।

প্রশ্ন উঠছে, ঠিক কোন উদ্দেশ্যে হঠাৎ করে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর কাউন্সিলিং এর নিয়ম পাল্টে ফেললো? অথচ হাইকোর্টের রায়ের পরে রাজ্যে ওবিসি নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে সেই জটিলতার কিছুটা সুরাহা করতে এবছরই বরং কাউন্সিলিং-এর সময় সংরক্ষণ ক্যাটাগরি জমা বা পরিবর্তন করার প্রয়োজন বেশি ছিল। কারণ হাইকোর্টের নির্দেশে অনেকেই ওবিসি ক্যাটাগরি থেকে বাদ পড়েছেন। সেক্ষেত্রে এই পরিবর্তিত নিয়মে বঞ্চিতদের জন্য সুবিধা না করে তাদের চরম অসুবিধায় ফেলা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট সমাজবিদ জিম নওয়াজ অভিযোগ করেন, নিট-এ কেন্দ্রীয় সরকারের কোটায় ডাক্তারিতে ভর্তি হতে রাজ্যের যে সমস্ত ওবিসি কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত নয় তাদের অনেকেই ইডব্লিউএস সংরক্ষণের আওতায় আবেদন করেছিলেন। কেন্দ্রীয় কোটায় সুযোগ না পেয়ে তারা রাজ্যের কাউন্সেলিং-এ অংশ নিলে খুব সমস্যায় পড়ছেন। কেন্দ্রের কোটায় কাউন্সেলিং-এ তারা নিয়ম মেনে ইডব্লিউএস সংরক্ষিত আসনের জন্য অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু রাজ্যের কোটায় কাউন্সেলিং-এ অংশগ্রহণের সময় তাদের ইডব্লিউএস এর সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি ওবিসি সার্টিফিকেট থাকাতেও তাদের ওবিসি হিসেবে আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। তাদের জবরদস্তি অসংরক্ষিত আসনের জন্য আবেদন করতে বলা হচ্ছে এবং এই মর্মে তাদের থেকে জোরপূর্বক লিখিত নেওয়া হচ্ছে। এর মূলে আছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের নতুন রীতি যেখানে কাউন্সেলিং-এ ক্যাটেগরি পরিবর্তন করার অপশনই তুলে দিয়েছে। এর ফলে রাজ্যের বড় অংশের ওবিসি পড়ুয়া বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ জিম নওয়াজের। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ২০২৪ এর ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির গাইডলাইন 15.4(C) অনুযায়ী রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর কাউন্সিলিং এর সময় প্রাপ্ত ক্যাটাগরি অনুযায়ী মেরিট লিস্ট প্রকাশ করবে। সেদিক থেকেও রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর সেন্ট্রাল এর এই নিয়ম রীতি ভঙ্গ করেছে। এ ধরনের কাজ রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর কিভাবে করতে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন জিম নওয়াজ। তিনি আরও বলেন, গতবছর কাউন্সিলিং এর সময় ক্যাটাগরি পরিবর্তন ও জমা করার সুযোগ থাকায় প্রায় চার শতাংশ অতিরিক্ত সংখ্যালঘু পড়ুয়া ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রকাশিত বিসিডব্লিউ-র নির্দেশ এবং এনটিএ এর নির্দেশ কেন অমান্য করা হচ্ছে? আমার ধারণা, সংখ্যালঘু বিদ্বেষ ও বঞ্চনার জন্য এমনটা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জিম নওয়াজ।

# অসমে আধার কার্ড পেতে এনআরসির নম্বর জমা দিতে হবে

**আপনজন ডেস্ক:** আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শনিবার বলেছেন, আধার কার্ডের জন্য সমস্ত নতুন আবেদনকারীকে তাদের এনআরসি আবেদন প্রাপ্তি নম্বর (এআরএন) জমা দিতে হবে। এর জন্য একটি বিস্তারিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরি করা হবে এবং এটি ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর করা হবে। তিনি বলেন, জাতীয় নাগরিক পঞ্জির (এনআরসি) আবেদন প্রাপ্তি নম্বর জমা দেওয়ার ফলে "অবৈধ বিদেশিদের আগমন" বন্ধ হবে এবং রাজ্য সরকার আধার কার্ড ইস্যু করার ক্ষেত্রে "অত্যন্ত কঠোর" হবে।

হিমন্ত বলেন, 'আধার কার্ডের জন্য আবেদনের হার জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। এটি ইঙ্গিত দেয় যে সন্দেহজনক নাগরিক রয়েছে এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে নতুন আবেদনকারীদের তাদের এনআরসি আবেদন প্রাপ্তি নম্বর (এআরএন) জমা দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, আসামে আধার পাওয়া সহজ হবে না এবং আশা করি অন্যান্য রাজ্যগুলিও আধার কার্ড ইস্যু করার ক্ষেত্রে কঠোর হবে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান, এনআরসি প্রক্রিয়া চলাকালীন যে ৯.৫৫ লক্ষ মানুষের বায়োমেট্রিক লক করা ছিল, তাঁদের ক্ষেত্রে এআরএন জমা দেওয়া প্রযোজ্য হবে না এবং তাঁরা তাঁদের কার্ড পাবেন। চা বাগান এলাকাতেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না, কারণ পর্যাপ্ত বায়োমেট্রিক মেশিনের অভাবে অনেকে আধার কার্ড পাচ্ছেন না।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, চারটি জেলায় আধার কার্ডের জন্য আবেদনের পরিমাণ তাদের মোট অনুমিত জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। তিনি বলেন, এই জেলাগুলি হল বরপেটায় ১০৩.৭৪ শতাংশ, ধুবড়িতে ১০৩ শতাংশ এবং মরিগাঁও ও নগাঁও জেলায় ১০১ শতাংশ। তার মতে, কোনও ব্যক্তিকে আধার কার্ড দেওয়া যাবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাজ্য সরকারগুলিকে দিয়েছে কেন্দ্র।অসমে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক অনাপত্তিপত্র দেওয়ার পরেই নতুন আবেদনকারীদের আধার কার্ড দেওয়া হবে। এই জাতীয় শংসাপত্রগুলি সমস্ত দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার পরে ব্যবহার করা হবে। যদি আবেদনকারীর কাছে এনআরসি এআরএন থাকে, তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি ২০১৪ সালের আগে রাজ্যে ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তার সরকার অবৈধ বিদেশিদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া আরও জোরদার করবে।


হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM
(3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

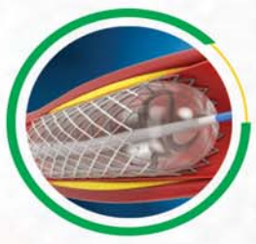

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

## প্রথম নজর

### গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি দেখলেন সুন্দরবন মন্ত্রী

নকীব উদ্দিন গাজী ● সাগর

**আপনজন:** ২০২৫ এর গঙ্গাসাগর মেলা প্রথম পর্যায়ে বৈঠকের পর শনিবার দিন গঙ্গাসাগর নদীর সি বিচ পরিদর্শন করলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা । সঙ্গে ছিলেন সেচ দফতরের আধিকারিক, ব্লক প্রশাসন ,জি বি ডি এ ই.ও সাহেব, সাগর পঞ্চায়েত সমিতি , গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অন্যান্য আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন । গঙ্গাসাগর মেলা প্রস্তুতি নিয়ে প্রথম পর্যায়ে বৈঠকের পর গঙ্গাসাগরের কপিলমনি মন্দির চত্বর কোথায় কি হবে সেগুলোকে পর্যবেক্ষণ করেন মন্ত্রী। পাশাপাশি নদী বাউন্ডারি নিয়ে কিভাবে ভাঙ্গন রাখা যাবে তা নিয়ে আলোচনা করে শেষ দপ্তরের সাথে। এবারে হোটেলে বেশ কিছু জায়গায় বাঁধ ভাঙ্গে এক নম্বর ঘাট থেকে পাঁচ নম্বর পর্যন্ত কোটালের জলে পাকাপোক্ত রাস্তা ও ভেঙে চলে যায়। ফলে গঙ্গাসাগর মেলার আগে সেগুলোকে কিভাবে মেরামত করা যাবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয় বলে জানা যায়।

### সাংসদের কাছে সেতু আন্দোলন কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

**আপনজন:** ফাঁসিরঘাট সেতু আন্দোলন কমিটির একটি প্রতিনিধি দল কমিটির সভাপতি কাওসার আলম ব্যাপারীর নেতৃত্বে আজ কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বাসভবনে ফাঁসিরঘাটে সড়ক সেতুর বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় বসে। মাননীয় সাংসদ মহাশয় এ্যাপ্রোচ রোডের বিষয়টি সমস্যার একটি দিক বলে উল্লেখ করেন। সেতু আন্দোলন কমিটির তরফে ফাঁসিরঘাটে সড়ক সেতুর এ্যাপ্রোচ রোডের সমস্যা নিরসনে আমরা সেতুর একটি দিক সুকটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ও অপর দিকটি টাকাগাছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যুক্ত করার প্রস্তাব রাখি। কোচবিহার শহরকে এড়িয়ে এভাবে অতি সহজেই ফাঁসিরঘাট সেতু তৈরি করা সম্ভব। আমাদের দাবি একটাই ফাঁসিরঘাটে ব্রিজ চাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোচবিহার জেলার জলন্ত সমস্যা গুলোর মধ্যে অন্যতম শহরের প্রবেশদ্বার ফাঁসিরঘাটে সড়ক সেতু না হওয়া।

### অপহরণের চেষ্টা পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে

সাইফুল লস্কর ● বারুইপুর

**আপনজন:** পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগ ওঠে। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর গার্লস হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীকে উত্তপ্ত করে হাত ধরে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করে এক মধ্য বয়স্ক ব্যক্তি ঘটনাটি ঘটে বারুইপুর গার্লস হাইস্কুলের সামনে ছাত্রীরা হাতেনাতে ধরে ফেললে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দেখে মারমুখী হয়ে ওঠে জনতা। স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে অভিযুক্তকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

## পেট্রোল কিনে মিলছে জল! নষ্ট হচ্ছে বাইকের যন্ত্রাংশ

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

**আপনজন:** পেট্রোল কিনে মিলছে জল! ইথানল মিশ্রিত পেট্রোলের কারণে তা জলের সংস্পর্শে এসে অর্ধেক জলে পরিণত হচ্ছে,আর তাতে নষ্ট হচ্ছে বাইকের যন্ত্রাংশ। এমনই অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরে। এই নিয়ে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি ' আপনজন পত্রিকা'। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে একটি বোতলে পেট্রোল এবং তার নীচের দিকে জমে রয়েছে জল। আর এই নিয়ে পেট্রোল মালিকের সঙ্গে তর্ক করতে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন বাইক চালক কে। হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার ভুক্তভোগী গুলজার আলি বাইক চালকের কথায়,কয়েক কিলোমিটার বাইক চালানোর পর বন্ধ হয়ে যায়। মেকানিককে দেখালে ট্যাঙ্ক খুলে উনি দেখেন পেট্রোল জল হয়ে গেছে। এর জন্যই ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। গত কয়েকদিনে একই সমস্যা নিয়ে প্রচুর বাইক আসছে বলে জানাচ্ছেন বাইক মেকানিকরাও। পেট্রোল মালিক জগদীশ প্রসাদ ভগৎ বলেন,যে তেল কোম্পানির পাঠাচ্ছে আমরা সেটাই বিক্রি করছি। কোম্পানি থেকেই ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল দেওয়া হচ্ছে। ২ তারিখ এই সমস্যা ধরা পড়ে। সেই দিনেই ওই পেট্রোল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। কোম্পানির লোককে জানানো হয়েছে। তাঁরা এসে পরীক্ষা করে দেখবেন। পরিবেশ বাঁচাতেই পেট্রোলে ইথানল মেশানো হচ্ছে বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের।

## ৪ বছরের শিশু ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● কাটোয়া

**আপনজন:** আরজিকর কাণ্ডের এত বড় ঘটনার পরও সাধারণ মানুষের হুঁশ ফেরেনি। সমাজে এক শ্রেণীর দানবদের দ্বারা এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে পুরুষ মাত্রই সন্দেহের মধ্যে পড়ছে। এরকম জঘন্য অপরাধ সমাজে এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও এমন ঘটনা ঘটছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ অপরাধী মদ্যপ অবস্থায় থাকেন। সম্প্রতি আবারও একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে—সাড়ে চার বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার আলমপুরের বাসিন্দা সাড়ে চার বছরের একটি বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তারই পাড়ার যুবক চরণ মাঝির বিরুদ্ধে। শিশুটির মা সুপর্ণা হাজরা জানিয়েছেন, শিশুটি তার দিদার সঙ্গে রেশন আনতে গিয়েছিল। বর্তমানে শিশুটি কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। কাটোয়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ অভিযুক্ত চরণ মাঝিকে গ্রেফতার করার জন্য জোর তল্লাশি শুরু করে এবং ১২ ঘণ্টার মধ্যে তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত শুরু করে । পুলিশ দাঁইহাট এর এক জঙ্গল এলাকা থেকে ড্রোনের সাহায্যে অভিযুক্তকে খুঁজে গ্রেফতার করে। ১২ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ এই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে সাধারণ মানুষ। প্রতিটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের একটাই দাবি অবিলম্বে একে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না করলে সমাজে এরকম ধরনের অপরাধ আরো বাড়বে। অনেকে ফাঁসির দাবী করেছেন। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে তদন্তের ক্ষেত্রে কোন রকম ত্রুটি রাখা হবে না অপরাধীর শাস্তি বিধান করার জন্য পুলিশের তরফ থেকে সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করা হবে।

## বারুইপুর হাসপাতালে লাগানো হল আইন সংক্রান্ত বোর্ড

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

**আপনজন:** আর জি কর কান্ডের মাঝেই বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের ডিউটিরত এক চিকিৎসককে হুমকি দেয় জয়নগরের এক মহিলা তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মী। আর এই ঘটনার পরেই নড়েচড়ে বসলো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাঁরা শনিবার হাসপাতালে এই সংক্রান্ত আইনের বোর্ড লাগালো। কোন ধারায় কী শাস্তি হতে পারে! হাসপাতালে গন্ডগোল হলে কি করা উচিত, তা জানাতে আইনের ধারা উল্লেখ করে বোর্ড লাগানো হলো এদিন বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। এতে হাসপাতালে আসা রোগীর পরিবার পরিজন তা দেখে নিজেরাই সচেতন হবে বলেই মনে করছেন হাসপাতাল কতৃপক্ষ।হাসপাতালের মেল ওয়ার্ড থেকে ফিমেল ওয়ার্ড এমন কী এমারজেন্সি বিভাগেও বোর্ড লাগানো হয়েছে। তাতে একেবারে উল্লেখ করা হয়েছে হাসপাতালের কাজে বাঁধা দিলে ৩৫৩ ধারায় দুই বছর কারাদণ্ড হবে।চিকিৎসক, নার্স সহ কর্মীদের ভয় দেখালে ৫০৬ ধারায় ৩ থেকে ৭ বছর কারাদণ্ড হবে।অকারনে হাসপাতালে ভিড় করলে ১৪১ ও ১৪৩ ধারায় ৬ মাস কারাদণ্ড হবে। চিকিৎসক, নার্স সহ অন্য কর্মীদের আঘাত করলে ৩৩২ ও ৩৩৩ ধারায় ৩ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।প্রসঙ্গত, হাসপাতালে পরপর চিকিৎসকদের নানা হুমকি দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। যদিও পুলিস তৎপর হয়ে অভিযোগ পাওয়া মাত্রই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছিল।

## সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে ছয় সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি শুয়ে রক্ত দিলেন বহরমপুরে

আসিফ রনি ও জাকির সেখ ● বহরমপুর

**আপনজন:** মব লিঞ্চিং এবং সাম্প্রদায়িক সংহিতার ঘটনা যখন দেশের সম্প্রীতি সংহতি বিনষ্ট করছে তখন শান্তি-সম্প্রীতি-ঐক্য রক্ষার্থে এগিয়ে এলেন ইমাম, পুরোহিত, ফাদার, মহারাজ, শিখ গুরুরা। সম্প্রীতির বার্তা দিতে পাশাপাশি ছ'টি আসনে শুয়ে ছ'টি সম্প্রদায়ের মানুষ দান করলেন রক্ত। এমনই দৃষ্টান্তমূলক ছবি দেখা গেল মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। 'অল-বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যাণ্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট' মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে এবং 'মুর্শিদাবাদ সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট ও সম্প্রীতি মঞ্চে'র সহযোগিতায় মুর্শিদাবাদের বহরমপুর কালেক্টরেট ক্লাব এই অভিনব সামাজিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। 'অল-বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্টে'র জেলা সম্পাদক নিজামুদ্দিন বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠান থেকে সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়ে রক্তদান শিবির থেকে ট্রাফিক পুলিশদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ছাতা ও হেলমেট। রক্তদাতাদের হাতেও সংগঠনের তরফে তুলে দেওয়া হয় চারাগাছ ও ছাতা।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন ইমাম-মুয়াজ্জিন সহ সর্ব ধর্মের ধর্মগুরুরা। উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক প্রধানদের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিরাও। অভিনব এই সামাজিক কর্মসূচির উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানাতে বলেননি কেউই। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সকলেই সম্প্রতির বার্তা দেন।
বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক মন্ত্রী ও আইপিএস বর্তমান বিধায়ক হুমায়ুন কবির, মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ সুপার সূর্য প্রতাপ যাদব, সাংসদ আবু তাহের খান, বেলুড় মঠের মহারাজ স্বামী পরমানন্দ, সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, জেলা ইমাম সংগঠনের চেয়ারম্যান মাইনুল ইসলাম, সভাপতি ওলিউল্লাহ বিশ্বাস, বঙ্গীয় সনাতন ট্রাস্টের জেলা সভাপতি প্রদীপ চক্রবর্তী, বহরমপুর চার্চের ফাদার জয়ৎপল হাসদা, জিয়াগঞ্জ সাবেক চেয়ারম্যান শিখ গুরু ধরমজিৎ সিং, সত্যসাঁই ফাউন্ডেশনের উৎপল দত্ত, কর্মাধ্যক্ষ রাকেশ সেখ প্রমুখ। আয়োজকদের তরফ থেকে নিজামুদ্দিন বিশ্বাস জানান, 'মুর্শিদাবাদ থেকে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারা বিশ্বে একতার বার্তা দিচ্ছি। একসাথে ছয়টি ধর্মের লোক রক্তদানে সামিল হয়েছেন যা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমরা ট্রাফিক পুলিশদের ছাতা এবং হেলমেট দিয়েছি। আমাদের এই সর্বধর্মের সমন্বয় সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য সহায়ক হবে।' হুমায়ুন কবির মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার থাকার সময়কালের স্মৃতি রোমন্থন করে এ দিন বক্তব্য রাখার সময় মুর্শিদাবাদের শান্তি সম্প্রীতি ঐক্য বজায় রাখার আহ্বান জানান। সকলকে সহনশীল হওয়ার পরামর্শ দেন। মঞ্চে বহু ধর্মের মানুষ একত্রে দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন তিনি। পুলিশ সুপার সূর্য প্রতাপ যাদব, আয়োজকদের সাধুবাদ জানিয়ে সমস্ত ভালো কাজে পাশে থাকার বার্তা দেন। সংসদ আবু তাহের খানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'মুর্শিদাবাদে আমরা মুসলিমরা সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘুদের সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব আমাদের। মনে রাখা উচিত আমাদের ধর্ম কিন্তু আমাদের সেটাই শিখিয়েছে।' তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার পরামর্শ দেন। এদিন সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দেন ধর্মগুরুরা। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আতিকুর রহমান, মাওলানা সাজারুল ইসলাম, হাফেজ ইউসুফ, হাফেজ জাকির সেখ, মাওলানা খাইরুল বাশার প্রমুখ।

## অভয়ার বিচারের দাবিতে জুনিয়র ডাক্তারদের অভয়া ক্লিনিক

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

**আপনজন:** ডাক্তার অভয়ার খুন ও ধর্ষণের বিচার বিলম্বিত হওয়ার প্রতিবাদে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশনের অধীনস্থ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তারদের উদ্যোগে অভয়ার বিচারের দাবির পাশাপাশি অভয়া ক্লিনিক পরিষেবা চালু করা হয়। জুনিয়র ডাক্তারদের ছয়-সাত জনের টিম করে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন।
৫ সেপ্টেম্বর বর্ধমান টাউন হলে প্রথম অভয়া ক্লিনিক চালু করা হয়। আজ দ্বিতীয় দিনে জামালপুর ব্লকের পাঁচড়া গ্রামের পরিত্যক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অভয়া ক্লিনিক পরিষেবা দেওয়া হয়। বিদ্যুৎহীন পরিত্যক্ত হাসপাতালে ব্যাটারি চালিত আলো ও মোবাইলের আলো জ্বেলে চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনা মূল্যে ঔষধও দেন। গ্রামের মানুষ বহুদিন পর এই হাসপাতাল প্রাঙ্গণে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে লাইন দিয়ে পরিষেবা গ্রহণ করেন। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তার মৃণাল কান্তি ঘোষ বলেন, "ভগ্নপ্রায় হাসপাতালের অবস্থা দেখে খুব কষ্ট হলো এলাকার মানুষ বহুদিন ধরে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত।"
বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রাক্তনী ডাঃ অরিন্দম বিশ্বাস বলেন, "অভয়ার বিচারের দাবিতে চিকিৎসক সহ সারা পৃথিবীর মানুষ যখন আন্দোলনে নেমেছে, আন্দোলনে বাকরুদ্ধ করার জন্য পুলিশ প্রশাসন সাধারণ মানুষের কাছে ভুল বার্তা দিচ্ছে যে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মমূর্তির ফলে সাধারণ মানুষ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেই জন্যই প্রত্যন্ত গ্রামে এসে অভয়া ক্লিনিক খোলা হল। বাস্তবে চিকিৎসকদের আন্দোলন জনআন্দোলনের রূপ নিয়েছে। দাবি একটাই অভয়ার বিচার চাই।"

## গলসির বিএলআরও অফিসে নতুন আধিকারিক আসতেই বন্ধ হয়রানি

আজিজুর রহমান ● গলসি

**আপনজন:** ভুমি ও ভুমি সংস্কার দপ্তর মানেই নিত্য হয়রানির অভিযোগ তুলেন সাধারণ মানুষ। কখন এই কাগজ নেই তো কখন ওই কাগজ নেই বলে ঘোরানোর অভিযোগ তো নিত্যদিন শোনা যায়। তবে বর্তমানে গলসি ১ নং ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের চিত্র একদম আলাদা। এই দপ্তরে প্রণব কুমার কর্মকার বিএলএন্ডএলআরও হয়ে থেকে যোগ দেবার পরই অফিসের কাজের গতি বেড়েছে বলে দাবী করছেন অনেকেই। তার ব্যবহার সন্তুষ্টও হচ্ছেন অসংখ্য চাষী থেকে সাধারণ মানুষ। পারাজ গ্রামের বাসিন্দা সেখ আমিনুল ইসলাম জানান, যে কোন কাজ নিয়ে প্রণব বাবুর কাছে গেলে তিনি গুরুত্ব দিয়ে দেখেন। সব কাজ মানুষকে বুঝিয়ে দেন। তিনি শ্রেণী পরিবর্তনে একটি আবেদন করে তার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। তার ব্যবহার ও কাজে খুব খুশি হন আমিনুল।
মানকরের বাসিন্দা ৮০ বছরের বৃদ্ধ তপন বিশ্বাস জানান, রাইপুর মৌজায় তার ১৪ শতক জমি ছিল। যেটির ৩ শতক ভুল করে অন্য জনের খতিয়ানে উঠে ছিল। সেই জমির উপর দিয়ে গেইল ইন্ডিয়ার পাইপ লাইন গেছে। হেয়ারিং এর পর তিনি তার শেয়ার ও জমির পরিমাণ মিলিয়ে দেখাতে পারছিলেন না। ওই বৃদ্ধ বয়সে তিন বছর ধরে তিনি বর্ধমান ও বুদবুদ ছুটে বেড়িয়েছেন। অবশেষে প্রণব বাবু কাছে গিয়ে তিনি স্বস্তি পান। এখন সব কাজ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, প্রণব বাবু মানুষটা খুব ভালো। উনি আমার যা উপকার করছেন সেটা কখনও ভুলতে পারবো না।
মথুরাপুরের বাসিন্দা, রামকৃষ্ণ সরকার বলেন, তিনি তার স্ত্রীর নামে থাকা একটি সম্পত্তি শ্রেণী পরিবর্তনের আবেদন করেছিলেন ছয় মাস আগে। সম্পত্তিটি সারেজমিনে তদন্ত হবার পরও পরে ছিল। বার বার গিয়েও কোন কারন জানতে পারছিলেন না। তবে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক প্রণব কুমার কর্মকার যোগ দেবার পর তিনি তার কাছে পৌছান। এরপরই প্রণব বাবু তাদের সমস্যাটি বুঝিয়ে দেন। এতে সরকারী কি নিয়ম আছে তাও তিনি জানান। তখনই রামকৃষ্ণ বাবু জানতে পারেন তার জায়গার ষোলে আনার মিল নেই। এরপরই তিনি ওই সম্পত্তির সকল ওয়ারিশন ও দলিল পরচা নিয়ে যান। তারপরই ষোলো আনায় মিল করে রামকৃষ্ণ বাবুর কাজের নিস্পত্তি হয়। প্রণববাবুর কাজের প্রসংশা করে তিনি বলেন, এই স্যারের জন্য সব কাজই খুব দ্রুত হচ্ছে। এমন অফিসার থাকলে বহু সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। বিএলএন্ডএলআরও প্রণব কুমার কর্মকার জানিয়েছেন, মানুষের কাজ করার জন্যই এখানে এসেছি। যত বেশি পারছি মানুষকে পরিসেবা দেবার চেষ্টা করছি। সাধারণ মানুষের জন্য এই অফিস। যতক্ষন আমি আছি কেউ এখান থেকে ঘুরবেন না। সরকারী সঠিক নিয়ম মেনে কাজ করাতে আসলে সেই কাজ ফেলে রাখবো না।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

### হাওড়া ধর্মতলা রুটে মেট্রোর নতুন পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

**আপনজন:** হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড রুটে মেট্রোর সময়সূচির পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। রবিবার আরও বেশি রাত পর্যন্ত গঙ্গার নিচ দিয়ে মিলবে মেট্রো পরিষেবা। মেট্রো রেল সূত্রে জানা গিয়েছে সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান গামী প্রথম ট্রেনের সময়সূচীতে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। তবে সকালের প্রথম হাওড়া ময়দান থেকে স্পেনের দিকে যে মেট্রোটি আসবে সেটি সকাল সাতটার পরিবর্তে সকাল ৭ঃ১০ মিনিটে ছাড়বে। দুদিকের দিনের শেষে মেট্রো সূচিতে পরিবর্তন হয়েছে। এখন থেকে সোম থেকে শনিবার এসপ্ল্যানেড অর্থাৎ ধর্মতলা থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ন'টা বেজে ৫৬ মিনিটে আর হাওড়া ময়দান থেকে বিপরীতমুখী ট্রেনটি আসবে ৯টা বেজে ৪৬ মিনিটে ওই স্টেশন ছেড়ে। রবিবার ছুটির দিনেও সূচিতে পরিবর্তন হয়েছে।

## বাঁকুড়ার বনের মধ্যে হাতিকে রাখার বিশেষ কৌশল বন দফতরের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

**আপনজন:** বাঁকুড়া উত্তর বর্ণ বিভাগের বেলিয়াতোড় ফরেস্ট রেঞ্জের উদ্যোগে এবার এক বিশেষ কৌশল বুনো হাতীদের জন্য।। প্রসঙ্গত বাঁকুড়ার উত্তর বনবিভাগ এলাকার বড়জোড়া রেঞ্জ ও বেলিয়াতোড় রেঞ্জ এলাকায় হাতি করিডোর করা হয়। বা বেলিয়াতোড় জঙ্গল যে সমস্ত গ্রামগুলি রয়েছে সেগুলি হাতি প্রবন এলাকা। বিভিন্ন সময় দেখা যায় জঙ্গলের মধ্যে খাবার না পেয়ে হাতির দল লোকালয়ে ঢুকে পড়ে খাবারের সন্ধানে এবং তার ফলে মানুষের বহু ক্ষতি হয়। এবার এই সাধারণ মানুষদের কথা ভেবে এবং বনের মধ্যেই হাতিদের খাবারের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের বেলিয়াতোড় ফরেস্ট রেঞ্জের পক্ষ থেকে। উত্তরবঙ্গ থেকে বিশেষ ঘাস এনে লাগানো হচ্ছে জঙ্গল এলাকায় এবং হাতিদের প্রিয় খাবার ও খাবার যোগ্য যে সমস্ত দেশি ফলের গাছ রয়েছে যেমন কলা, কাঁঠাল, ইত্যাদি গাছ লাগানো হচ্ছে বেলিয়াতোড় রেঞ্জের জঙ্গলে। এতে খুশি সাধারণ মানুষ। ধনীপাড়া গ্রামের গৌতম কারক নামের এক বাসিন্দা বলেন বনদপ্তরের পক্ষ থেকে যে গাছ লাগানো হচ্ছে এতে হাতি জঙ্গলের মধ্যেই খাবার পেয়ে যাবে আশা করছি এবার গ্রামে হাতি আর আসবে না।
হাতির খাবারের জন্য জঙ্গলে বিভিন্ন গাছ লাগানোর যে উদ্যোগ এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত ভাবে জানালেন বেলিয়াতোড় রেঞ্জ।

### হাতিশালা থেকে শালিমার নতুন বাস রুট

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

**আপনজন:** ফের একটি বাস পরিষেবা পেল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়। ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের হাতিশালা থেকে হাওড়া জেলার শালিমার পর্যন্ত চলবে নতুন বাস গুলি। ২ আগস্ট ২০২৪ সোমবার থেকে শুরু হয়েছে এই পরিষেবা।
হাতিশালা ইনফোসিসের সামনে থেকে বাস গুলি ছেড়ে যাবে শালিমারের উদ্দেশ্য। মাঝখানে ছুঁয়ে যাবে কারিগরি ভবন, ইউনিটেক, বিশ্ব বাংলা গেট, নিউটাউন, কলেজ মোড়, চিংড়িঘাটা, বেলেঘাটা, শিয়ালদহ, মৌলালি, ধর্মতলা, এক্সাইড, রবীন্দ সদন ও মন্দিরতলা।
বাস মালিকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আপাতত ১০ টি বাস যাত্রী পরিষেবা দেবে। পরিষেবা পাওয়া যাবে সকাল ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত। ভাড়া ধার্য করা হয়েছে ৩৮ টাকা।উল্লেখ্য কয়েকদিন আগে হাতিশালা থেকে আরও ২ টি রুটে বাস পরিষেবা শুরু হয়েছে। একটি হাতিশালা বেহালা। অপর টি হাতিশালা হাওড়া।

### রাতে মহিলা পোস্টমাস্টারকে ফোন করায় ধৃত

সাবের আলি ● বড়এগ্রা

**আপনজন:** মহিলা পোস্টমাস্টারকে মাঝরাতে ফোন করে 'বিরক্ত' করার অভিযোগে খড়গ্রাম থানার মহিষার গ্রামের এক যুবক। যুবকের নাম আসিফ রহমান ওরফ সনি গ্রেপ্তার করল বড়এগ্রা থানার পুলিস। ঘটনাটি বড়এগ্রা থানার বদুয়া গ্রামের। শনিবার অভিযুক্তকে কান্দি মহকুমা আদালতে তোলা হলে। ০৯/১১ হাজতবাসের নির্দেশ দেন বিচারক।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার রাত দুটো ৩০ মিনিট নাগাদ মহিষার গ্রামের এক যুবক বদুয়া গ্রামে এসে ওই মহিলা পোস্টমাস্টার কে বিরক্ত করতে শুরু করে। দাবি, ওই যুবক প্রায় দিন রাতে এসে ওই মহিলা পোস্টমাস্টার কে বিরক্ত করতো। এরপর বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওই যুবক ফের এলে গ্রামবাসীরা নাতেনাতে ধরে ফেলে। পরে বড়এগ্রা থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে ওই যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।পরে বড়এগ্রা থানা লিখিত অভিযোগ করেন মহিলা পোস্টমাস্টার।

## প্রথম নজর

# ব্রাজিলে এক মন্ত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে আরেক মন্ত্রী বরখাস্ত

**আপনজন ডেস্ক:** যৌন হয়রানির অভিযোগে ব্রাজিলের মানবাধিকার মন্ত্রী সিলভিও আলমেইডাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মন্ত্রিসভার এক সদস্যসহ একাধিক নারীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছিল তার বিরুদ্ধে। শাস্তিস্বরুপ পদ হারালেন তিনি।

শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, 'মন্ত্রীর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির এমন সব অভিযোগ উঠেছে যে প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা মনে করছেন, তাকে আর দায়িত্বে রাখা নৈতিকভাবে উচিত হবে না। তাই তাকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।' এমনকী আলমেইডার বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রেসিডেন্ট কার্যালয়।

জানা গেছে মানবাধিকার মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন আলমেইডা। সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করতেন তিনি। তিনি তাদের আইনি সুরক্ষা পেতে সাহায্য করে থাকেন।

বরখাস্ত হওয়ার পর মুখ খুলেছে আলমেইডা। এক বিবৃতিতে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, তার (আলমেইডা) নিজের কথায় বরখাস্ত করা হয়েছে তাকে। তিনি প্রেসিডেন্ট লুলাকে বলেছিলেন তাকে বরখাস্ত করতে। 'স্বাধীন' তদন্ত নিশ্চিত করা যায় তাই তিনি বরখাস্ত হয়েছেন। পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগকে 'ভিত্তিহীন' এবং 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' বলে জানিয়েছেন আলমেইডা।

জানিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সত্য নয়।

আলমেইডা আরো জানিয়েছে, 'এটা আমার জন্য নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা এবং নিজেকে পুনর্গঠিত করার সুযোগ হবে, বিষয়গুলো প্রকাশ্যে আসতে দেয়া হোক, আমি যেন আইনি প্রক্রিয়ায় আত্মরক্ষা করতে পারি।'

পাশাপাশি আলমেইডাকে সমর্থন করেছেন লুলার মন্ত্রিসভার একজন মানবাধিকার কর্মী ফ্রাঙ্কো।

# পাকিস্তানের সমুদ্রসীমায় মিললো তেল-গ্যাসের বিশাল মজুত

**আপনজন ডেস্ক:** পাকিস্তানের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমায় তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বিশাল মজুদ পাওয়া গেছে। এতে করে অর্থ সংকটে থাকা দেশটির ভাগ্য পরিবর্তনের আশা করা হচ্ছে।

শনিবার (৭ সেপ্টেম্বর) পাকিস্তানের একজন সিনিয়র নিরাপত্তা কর্মকর্তার বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম দ্য ডন।

ওই কর্মকর্তা জানান, একটি বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের সহযোগিতায় তিন বছরের সমীক্ষার পর জলসীমায় এই মজুত পাওয়া গেছে। এছাড়া পাকিস্তানের ভৌগোলিক জরিপ কর্তৃপক্ষও বিশাল এই মজুতের অবস্থান খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে।

এই প্রচেষ্টাকে সুনীল অর্থনীতি থেকে সুবিধা অর্জনের উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি জানান, দরপত্র ও অনুসন্ধানের প্রস্তাবগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। শিগগিরই অনুসন্ধান কাজ শুরু হতে পারে।

তবে তিনি এও বলেন, কূপ খনন ও তেল উত্তোলনের কাজ করতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। সুনীল অর্থনীতি থেকে শুধু তেল ও গ্যাস নয়, আরো বেশি ফল পাওয়া যেতে পারে বলে ধারণা করছেন পাকিস্তানি কর্মকর্তারা। তারা বলছেন, সমুদ্র থেকে আরো অনেক মূল্যবান খনিজ ও উপাদান আহরণ করা যেতে পারে। ওই কর্মকর্তা বলেন, দ্রুত উদ্যোগ নিলে এবং সঠিকভাবে কাজ করলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে।

কিছু অনুমান অনুসারে, এই আবিষ্কার বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম তেল ও গ্যাস মজুত হতে পারে।

বর্তমানে তেল মজুতে শীর্ষে রয়েছে ভেনেজুয়েলা। দেশটির প্রায় ৩.৪ বিলিয়ন ব্যারেল তেল মজুত রয়েছে। সর্বাধিক অপরিশোধিত শেল তেলের মজুদ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। সৌদি আরব, ইরান, কানাডা ও ইরাক শীর্ষ পাঁচের বাকি অংশ পূরণ করে।

# ইসরায়েলি মন্ত্রীর গায়ে কাদা ছুড়ে মারলেন ক্ষুব্ধ নারী

**আপনজন ডেস্ক:** দখলদার ইসরায়েলের উগ্রপন্থী নেতা ও জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গভিরের শরীরে কাদা ছুঁড়ে মারার অভিযোগে এক ইসরায়েলি নারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) তেল আবিবের ওই বাসিন্দাকে রামলেতে নেভে তিরজা নারী কারাগারে রাখা হয়।

সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃত ওই নারীর নাম নোয়া গোল্ডেনবার্গ।

তাকে অন্তত শনিবার রাত পর্যন্ত আটক রাখা হবে। আজই তার মামলার শুনানি করবেন আদালত। তবে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গোল্ডেনবার্গ।

জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরের দিকে বন্ধুদের সঙ্গে তেল আবিবের গেউলা সমুদ্র সৈকতে ছিলেন গোল্ডেনবার্গ। তখন সেখানে যান বেন গভির। ইসরায়েলি এই মন্ত্রী সেখানে যেতেই সৈকতের মানুষের মধ্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেকে বেন গভিরকে লক্ষ্য করে 'খুনী', 'খুনি' বলে চিৎকার করতে থাকেন। হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি ও বন্দিবিনিময় চুক্তির প্রধান বাধা হিসেবে তাকে দেখা হয়।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, সমুদ্র সৈকতের মানুষের সঙ্গে কথা বলার এক পর্যায়ে বেন গভিরের গায়ে কাদা ছুঁড়ে মারা হয়। তারপরই গোল্ডেনবার্গকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই পুরো প্রক্রিয়ায় নির্দেশনা দেন পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বেন গভির।

সামাজিক মাধ্যম এক্সে লেভ তেল আভিভ থানায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গোল্ডেনবার্গের একটি ছবি শেয়ার করেন তার মা শ্যারন গোল্ডেনবার্গ। সেখানে তিনি লেখেন, কোনো যুক্তি ছাড়াই স্বৈরাচারী পুলিশ আমার মেয়ের জীবন হুমকির মুখে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায় ভুগছে। অথচ তাকে আটকে রাখা হয়েছে, যা তার জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ।

# দেউলিয়া হওয়ার পথে মালদ্বীপ!

**আপনজন ডেস্ক:** চরম আর্থিক সংকটের মুখে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারত মহাসাগরের উপরে অবস্থিত দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপ। ধারণা করা হচ্ছে, বিনিয়োগকারীরা দলে দলে সে দেশের সুকুক বন্ড বিক্রি করে দেওয়ার কারণেই পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে।

সুকুক ইসলামিক বন্ড নামেও পরিচিত। শরিয়া মেনে তৈরি এই সরকারি বন্ড প্রচলিত মূলত ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোতে। গত এক দশকে বিশ্ব বাজারে সুকুকের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে আমেরিকার মুদ্রা ডলারের নিরিখে সুকুকের দাম সম্প্রতি ৭০ সেন্ট করে কমে গিয়েছে। যা আগামী দিনে আরও পড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। এই আবহে মালদ্বীপ দেউলিয়া হতে পারে বলে আশঙ্কাও ছড়িয়েছে।

ফলে সুকুক বন্ডে বিনিয়োগ করা অনেকেই সেই বন্ড বিক্রির বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। আর তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে মালদ্বীপ সরকার। এমনকি বৃদ্ধি পাচ্ছে দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কাও।

বর্তমানে মালদ্বীপের বিদেশি মুদ্রার ভান্ডার কমেছে। মালদ্বীপের ব্যবহারযোগ্য ডলারের ভান্ডারও প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছে।

জুন মাসের হিসাব অনুযায়ী, মালদ্বীপের বিদেশি মুদ্রার ভান্ডারে ৩৯.৫ কোটি ডলার থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারযোগ্য ভান্ডার মাত্র ৪৫ লাখ ডলারের।

এখন আবার সুকুক বিক্রি করার ধুম বেড়ে যাওয়ায় নতুন বিপদে মুইজ্জু সরকার। ২০২৬ সালে সুকুকের যে ঋণপত্রগুলির মেয়াদপূর্তির কথা, তার জন্য ৫০ কোটি ডলার মেটাতে হবে সরকারকে।

তবে এখন সুকুকের দাম কমায় অনেকেই আগেভাগে সুকুক বিক্রি করে দিচ্ছেন। ফলে মুইজ্জু সরকারের উপর নতুন করে চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

ড্যান্সকে ব্যাংকের একজন পোর্টফোলিয়ো ম্যানেজার সোয়েরেন মোরচের কথায়, আমরা গ্রীষ্মের শুরুতে বেশির ভাগ বন্ড বিক্রি করেছিলাম। যে হেতু মালদ্বীপের হাতে বিদেশি মুদ্রার ভান্ডার কমছে, তাই তড়িঘড়ি এই সিদ্ধান্ত। পুরো বিষয়টি স্পষ্টতই খারাপের দিকে যাচ্ছে।

অন্য এক বিশেষজ্ঞের কথায়, মালদ্বীপের সুকুকগুলিতে ঝুঁকি বেড়েছে, কারণ দেশের ঋণ বাড়ছে। আবার তা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত বিদেশি মুদ্রার ভান্ডার দ্বীপরাষ্ট্রের হাতে নেই। সেই কারণেই তড়িঘড়ি সরকারি বন্ড বিক্রির পথে নেমেছেন বিনিয়োগকারীরা।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি বড় পদক্ষেপ করে মালদ্বীপের শীর্ষব্যাংক 'ব্যাংক অফ মালদ্বীপ (বিএমএল)'। বিএমএলের তরফে ব্যাংকের দেওয়া ডেবিট এবং ক্রেডিট কার্ডগুলো থেকে বিদেশি লেনদেন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্যবহারযোগ্য ডলারের ভান্ডার তলানিতে ঠেকেছে, এমন রিপোর্ট প্রকাশের কয়েক দিন পর মালদ্বীপের মুদ্রা রুফিয়ার কার্ডের সঙ্গে ডলার লেনদেন বন্ধ করে দেয় বিএমএল। ক্রেডিট কার্ডের সীমাও কমিয়ে ১০০ ডলার করে দেওয়া হয়। এর পরেই দেশের জনগণের মধ্যে আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও নির্দেশ দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয় বিএমএল।

এ বার আবার সুকুক বিক্রির ধুম লেগেছে মালদ্বীপে। তবে মুইজ্জু সরকারের যা হাঁড়ির হাল, তাতে যদি সরকার সকলকে টাকা মেটাতে যায়, তা হলে তারা দেউলিয়া হয়ে যাবে।

এই পরিস্থিতি থেকে কী ভাবে মুক্তি পেতে পারে মালদ্বীপ?

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতি থেকে সে দেশকে বাঁচাতে পারে চিন এবং ভারতের মতো প্রতিবেশীরা। তবে ইতিমধ্যেই মালদ্বীপের ঘাড়ে চিনা ঋণের ভার অনেক বেড়েছে। সে ক্ষেত্রে ভারতের থেকে সাহায্য নেয়া অনেকটাই নিরাপদ মুইজ্জু সরকারের জন্য।

# এবার ভিয়েতনামে আঘাত হানল সুপার টাইফুন

**আপনজন ডেস্ক:** ফিলিপাইন ও চীনে তাণ্ডব চালানোর পর এবার ভিয়েতনামের উত্তরাঞ্চলে আঘাত হেনেছে এশিয়ায় চলতি বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড় সুপার টাইফুন ইয়াগি। শনিবার (৭ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় সকালে ঝড়টি হাই ফং ও কোয়াং নিন প্রদেশে আঘাত হানে। এ সময় বাতাসের গতি ছিল ঘণ্টায় ২০৩ কিলোমিটার পর্যন্ত। ইন্দো-প্যাসিফিক ট্রপিক্যাল ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র এ সব তথ্য জানিয়েছে। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, হাই ফং প্রদেশে শহরজুড়ে ধাতব ছাদের শিট ও বাণিজ্যিক সাইন বোর্ড উড়তে দেখা গেছে। এর আগে শুক্রবার ইয়াগি চীনের হাইনান দ্বীপে আঘাত হানে, যা চীনের হাওয়াই নামে পরিচিত একটি জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য। ঝড়ের কবলে পড়ে চীনে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছে প্রায় ১০০ জন। শুক্রবার ইয়াগি আসার আগে চীন হাইনান দ্বীপ থেকে প্রায় চার লাখ মানুষকে সরিয়ে নিয়েছিল। ট্রেন, নৌকা ও ফ্লাইট এবং স্কুলগুলোও বন্ধ ছিল। উত্তর ভিয়েতনামের উপকূলে অবস্থিত হাই ফং শহরের জনসংখ্যা ২০ লাখ। শহরটি ঝড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শহরের কিছু অংশ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যেখানে বহুজাতিক কারখানাগুলো অবস্থিত।

এ ছাড়া উত্তরাঞ্চলের চারটি বিমানবন্দর দিনের বেশির ভাগ সময়ের জন্য তাদের কার্যক্রম স্থগিত করেছে। ভিয়েতনামের উপকূলীয় শহরগুলো থেকে প্রায় ৫০ হাজার মানুষকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ সবাইকে ঘরে থাকার নির্দেশনা দিয়েছে। রাজধানী হ্যানয়সহ উত্তরাঞ্চলের ১২টি প্রদেশে স্কুল বন্ধ রয়েছে।

ইয়াগি এ বছরের এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় শক্তিশালী টাইফুন এবং এটি এই সপ্তাহের শুরুতে উত্তর ফিলিপাইনে আঘাত হানার পর থেকে দ্বিগুণ শক্তিশালী হয়েছে। ইয়াগির প্রভাবে উত্তর ফিলিপাইনে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে কমপক্ষে ১৩ জন নিহত হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, টাইফুন ও হারিকেন জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরো শক্তিশালী ও নিয়মিত হচ্ছে। উষ্ণ মহাসাগরের পানি ঝড়গুলোকে বেশি শক্তি সংগ্রহ করতে সাহায্য করে, যা দ্রুতগতির বাতাসের কারণ হয়। একটি উষ্ণ বায়ুমণ্ডলও বেশি আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে, যা আরো তীব্র বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারে।

# কড়া বার্তা দিলেন এরদোগান

**আপনজন ডেস্ক:** তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) অধিকৃত পশ্চিম তীরে দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আয়োজিত এক বিক্ষোভ-সমাবেশে ইসরায়েলের বর্বর হস্তক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছেন। সেখানে দখলদার বাহিনী তুর্কি-আমেরিকান এক দ্বৈত নাগরিককে গুলি করে হত্যা করেছে। ইসরায়েলের এই নৃশংসতাকে এরদোয়ান 'বর্বর হস্তক্ষেপ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। খবর এএফপি'র।

এরদোগান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি লিখেছেন, 'আমি পশ্চিম তীরে দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আয়োজিত বিক্ষোভ-সমাবেশে ইসরায়েলের বর্বর হস্তক্ষেপের নিন্দা জানাই এবং ইসরায়েলি হামলায় নিহত আমাদের নাগরিক আয়েনুর ইজগি আইগির রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।' এর আগে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, ইহুদি বসতি বাড়ানোর প্রতিবাদে পশ্চিম তীরের নাবলুসের কাছে বেইতা শহরে এক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ইসরায়েলি বাহিনী গুলি চালায়। এতে আয়েশানুর এজগি এইগি নামের ওই তরুণী নিহত হন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবি, ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতেই ২৬ বছর বয়সী এইগি মারা গেছেন।

শুক্রবারের ওই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া একজন বিবিসিকে জানান, ফিলিস্তিনপন্থি ইন্টারন্যাশনাল সলিডারিটি মুভমেন্টের হয়ে ওইদিনই প্রথমবারের মতো বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন এইগি। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বিবিসির ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের নিউজআওয়ার প্রোগ্রামকে বলেছেন, তিনি বিক্ষোভে দুইটি গুলি চালানোর শব্দ শুনেছেন। এই ঘটনায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন দুঃখপ্রকাশ করেছেন। হোয়াইট হাউজ তাদের মিত্র ইসায়েলকে দোষারোপ না করলেও ঘটনার তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# মুক্তির পর তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে ফের গ্রেফতার

**আপনজন ডেস্ক:** উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিসিয়ার আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অন্যতম প্রার্থী আয়াচি জামেল কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর ফের গ্রেফতার হয়েছেন।

শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে তাকে পুনরায় গ্রেফতারের কথা জানান তার আইনজীবী আব্দেসাত্তার মাসুদি। মাত্র একদিন আগেই রাজধানী তিউনিসের কাছে মানৌবার একটি আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি।

আসন্ন নির্বাচনে আয়াচি জামেল বর্তমান প্রেসিডেন্ট কায়েস সাইদ এবং সাবেক সংসদ সদস্য জওহেইর মাগাজাউইর পাশাপাশি তৃতীয় প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আগামী ৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই নির্বাচনে তার অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। আয়াচি জামেলকে ব্যালটে স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগে প্রথমে গত সোমবার গ্রেফতার করা হয়েছিল। চার দিনের কারাবাস শেষে তিনি জামিনে মুক্তি পেলেও শুক্রবার সকালে আবারও একই অভিযোগে আটক হন। জামেলকে পুনরায় আদালতে তোলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানান তার আইনজীবী।

আয়াচি জামেল তিউনিসিয়ার সাবেক সংসদ সদস্য এবং একজন সফল ব্যবসায়ী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে আজিমন নামে উদারপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে ছিলেন। তবে তিনি দল থেকে পদত্যাগ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দেন।

তিউনিসিয়ার নির্বাচন কমিশন আয়াচি জামেলের প্রার্থিতা অনুমোদন করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার প্রথম গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে। নির্বাচনী প্রচারণার গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জামেলের পুনরায় গ্রেফতার হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে, তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কতটা নিশ্চিত। এদিকে, তিউনিসিয়ার রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বিশেষ করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর নজরে এসেছে দেশটির গণতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান সংকট। ইউরোপীয় ইউনিয়ন জানিয়েছে, জামেলের গ্রেফতার ও অন্য তিন প্রার্থীকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনা গণতন্ত্রকে সংকুচিত করছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের তথ্যমতে, নির্বাচনের দৌড়ে থাকা অন্তত আটজন প্রার্থীকে বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আটক করা হয়েছে বা কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, যা নির্বাচনকে প্রভাবিত করার আশঙ্কা তৈরি করেছে।

**সেহেরী ও ইফতারের সময়**

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫১ মি.

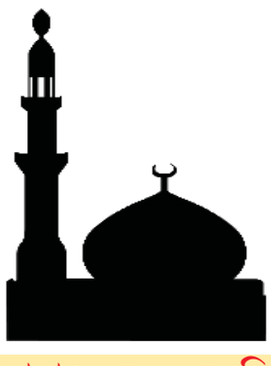

**নামাজের সময় সূচি**

| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| ফজর | ৪.০০ | ৫.২১ |
| যোহর | ১১.৩৯ | |
| আসর | ৪.০১ | |
| মাগরিব | ৫.৫১ | |
| এশা | ৭.০২ | |
| তাহাজ্জুদ | ১০.৫৬ | |

# পেগাসাস স্পাইওয়্যার ক্রয় নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্ত

**আপনজন ডেস্ক:** কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো তার দেশের পুলিশ বাহিনীর পেগাসাস স্পাই সফটওয়্যার ক্রয়ের বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। বিবিসি বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রেসিডেন্ট পেত্রো জানিয়েছেন, এই স্পাইওয়্যারটি তার পূর্বসূরি ইভান দুকের সরকারের সময় ইসরায়েলের একটি নজরদারি ফার্ম থেকে নগদ টাকায় কেনা হয়েছিল।

# ইউক্রেনের হাউইটজার কামান ধ্বংস করল রাশিয়া

**আপনজন ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমাদের পাঠানো অত্যাধুনিক হাউইটজার কামান ধ্বংসের দাবি করেছে রাশিয়ার সেনাবাহিনী।

শনিবার (৭ সেপ্টেম্বর) রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, রাশিয়ার উত্তরে তাদের সেনাদল গ্র্যাড মাল্টিপল লঞ্চ রকেট সিস্টেম ব্যবহার করে সীমান্তের কাছে কুরস্ক অঞ্চলে থাকা ইউক্রেনের সেনা অবস্থান ধ্বংস করেছে।

মন্ত্রণালয় বলেছে যে, ফরোয়ার্ড রিকনেসান্স গ্রুপ এবং মনুষ্যবিহীন বিমানের সহযোগিতায় ব্যাটলগ্রুপ নর্থের গ্র্যাড মাল্টিপল লঞ্চ রকেট সিস্টেমের ক্রুরা শত্রুর অবস্থান, দুর্গ এবং পর্যবেক্ষণ পোস্টগুলোতে হামলা চালায়। আর্টিলারিরা ইউক্রেনের সাঁজোয়া যান এবং হিট-এন্ড-রান কৌশলের জন্য ব্যবহৃত রুটেও হামলা চালায়।

কল সাইন নেভা নামে পরিচিত একজন ব্যাটারি কমান্ডার বলেন, 'আমরা কনভয়গুলিকে আঘাত করি। আমরা যুক্তরাজ্যের তৈরি এম ৭৭৭ হাউইটজার ধ্বংস করেছি। আমাদের ট্যাঙ্কও ছিল। আক্ষরিকভাবে অন্য দিন একটি ট্যাঙ্কেও আঘাত করা হয়েছিল।'

কল সাইন বালু নামে পরিচিত একজন প্লাটুন কমান্ডার বলেন, 'কখনও কখনও আমরা দিনরাত কাজ করি। পরিস্থিতি এখন এমন যে শত্রুকে মারতে হবে, তাড়াতে হবে। আমরা শেষ পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত। গত কয়েক সপ্তাহে অনেক শত্রু ধ্বংস হয়েছে।'

# বিশ্বের প্রথম থার্মাল ইনফ্রারেড মানচিত্র প্রকাশ করলো চীন

**আপনজন ডেস্ক:** চীন বিশ্বের প্রথম রিমোট সেন্সিং তাপীয় ইনফ্রারেড মানচিত্র প্রকাশ করেছে। শুক্রবার (৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানী বেইজিংয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ৪র্থ আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রকাশ হয় এটি। বেইজিং-ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার অফ বিগ ডেটা ফর সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস-এর প্রকাশিত মানচিত্রটি এসডিজিএসএটি-১ স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। ২০২১ সালের নভেম্বরে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয় স্যাটেলাইটটি।

এটি বিশ্বের প্রথম মহাকাশ বিজ্ঞান স্যাটেলাইট যা টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নে নিবেদিত। মানচিত্রটি বিশ্বব্যাপী ১১৮টি অঞ্চলজুড়ে থাকা নদী, হ্রদ, সমুদ্র, পাহাড় ও মরুসহ ১০ ধরনের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফোরামের পরিচালক কুয়ো হুয়াতোং বলেন, মানচিত্রটি পৃথিবীর ইনফ্রারেড বিকিরণ শনাক্ত করে শিল্প-কারখানা ও শহরায়নের ফলে মানবসৃষ্ট দূষণের দৃশ্যও তুলে ধরেছে। কুয়ো জানান, পৃথিবী পৃষ্ঠে শক্তির ভারসাম্য, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি পর্যবেক্ষণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ অধ্যয়নের জন্য মানচিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দেশ, জাতিসংঘের সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর যৌথ উদ্যোগে এ ধরনের আরও স্যাটেলাইট তৈরি ও উৎক্ষেপণে সহযোগিতা জোরদারের আশা প্রকাশ করেছেন কুয়ো হুয়াতোং।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৪৪ সংখ্যা, ২৩ ভাদ্র ১৪৩১, ৪ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

## জয় হউক ন্যায় ও সত্যের

আজ ১০ মুহররম। পবিত্র আশুরা। আরবি 'আশুরা' শব্দটি 'আশরুন' শব্দ হইতে উদ্গত। ইহা একটি ক্রমবাচক শব্দ, যাহার অর্থ দশম। ইসলামের দৃষ্টিতে হিজরি বর্ষের প্রথম মাস মহররমের ১০ তারিখকে বলা হয় আশুরা।

বিশ্বজগতের প্রারম্ভকাল হইতেই এই দিবসটি বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত। আরব দেশে জিলকদ, জিলহজ, মহররম ও সফর–এই চারটি মাস অধিক মর্যাদাপূর্ণ। এই মাসগুলিকে একত্রে বলা হয়, আশহারুল হুরুম বা সম্মানিত মাসসমূহ।

পবিত্র কুরআন কারিমের সুরা তাওবার ৩৬ নম্বর আয়াতে এই ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। অর্থাত্ মুহাররম পবিত্র মাস, আর এই মাসের আশুরা তথা দশম তারিখ এই মাসটিকে করিয়াছে আরো মহিমান্বিত। কেননা এই পবিত্র দিনে আল্লাহ তায়ালার হুকুমে দুনিয়া সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কিয়ামতও সংঘটিত হইবে এই দিনে।

এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন প্রায় ২ হাজার পয়গম্বর। আদিপিতা হজরত আদমের (আ.) দেহে পাক রুহ প্রদান, মা হাওয়াকে (আ.) পয়দা, মহাপ্লাবন শেষে হজরত নুহ নবির (আ.) জুদি পাহাড়ে অবতরণ, নমরুদের অগ্নিকাণ্ড হইতে মিল্লাতে আবা ইব্রাহিমের (আ.) নাজাত, ৪০ দিন মাছের পেটে থাকিবার পর হজরত ইউনুসের (আ.) নিষ্কৃতি, হজরত আইউবের (আ.) ১৮ বত্সর পর রোগমুক্তি, হজরত মুসার (আ.) নীল নদ পাড়িদান ও ফেরাউনের সলিল সমাধি, হজরত ঈসার (আ.) ঊর্ধ্বাকাশে গমন প্রভৃতি অসংখ্য আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী এই দিবসটি।

উপর্যুক্ত কারণে আশুরা হইতেছে একটি শুকরিয়া দিবস। কিন্তু ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৬১ হিজরির ১০ মহররমের এই দিনেই ঘটে বিশ্ব মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচাইতে মর্মান্তিক ও বিয়োগান্ত ঘটনা। এই দিনে বর্তমান ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে কারবালার মরুপ্রান্তরে আখেরি নবি হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রিয় দৌহিত্র এবং ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলি ও খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুয জাহরার (রা.) আদরের পুত্র ইমাম হুসাইন (রা.) শাহাদাত বরণ করেন।

এই হিসাবে আশুরা শোকাবহ একটি দিনের চিরন্তন প্রতীকও বটে। ঐদিন ইমাম হুসাইন (রা.)সহ তাহার ৭২ জন সঙ্গী-সাথি শহিদ হন, যাহাদের অধিকাংশই ছিলেন আহলে বায়াত বা নবির (স.) বংশধর। কারবালার এই মর্মন্তুদ ঘটনা কুটিলতা ও নৃশংসতার দৃষ্টান্ত হিসাবে ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয়। উল্লেখ্য, রমজানের রোজার পূর্বে আশুরার রোজাই ছিল অবশ্য পালনীয়।

এই জন্য পবিত্র আশুরার দিনে অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগির পাশাপাশি রোজা রাখা উত্তম। হজরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত একটি হাদিসে রমজানের পর মহররমের এই রোজাকে সর্বোত্তম বলা হইয়াছে। যাহাতে অন্য ধর্মের সহিত সাদৃশ্য না হয়, এই জন্য আশুরার দিনের আগে বা পরে মিলাইয়া দুইটি রোজা রাখিবার নিয়ম রহিয়াছে।

পবিত্র আশুরার প্রধান শিক্ষাই হইল এক আল্লাহর নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও নিরন্তর তাহার শুকরিয়া আদায় করা।

দ্বিতীয়ত কোনো অবস্থাতেই অন্যায়ের নিকট মাথা নত না করা। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে কোনো আত্মত্যাগকে হাসিমুখে বরণ করা। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়–'ফিরে এলো আজ সেই মহররম মাহিনা/ ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।' তাই পবিত্র আশুরার দিন আমাদের প্রার্থনা–জয় হউক ন্যায় ও সত্যের।

# শেখ হাসিনাকে নিয়ে দ্বিধায় দিল্লি!

**BBC বাংলা**

**বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্র-জনতার তুমুল আন্দোলনের তোপে ক্ষমতা ছাড়ার প্রায় এক মাস হতে চলেছে। এখন তিনি দিল্লিতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে আছেন। ৫ই আগস্ট হাসিনার নাটকীয়ভাবে ক্ষমতা হারানোর পর তিনি একটি সামরিক হেলিকপ্টারে করে ভারতে পালিয়ে যান। তিনি দিল্লিতে অবতরণের পর গণমাধ্যমের বিভিন্ন খবরে বলা হয়েছিল হাসিনা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে আশ্রয়ের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দেশগুলো সাফ জানিয়ে দিয়েছে তাদের দেশে হাসিনার জায়গা হবেনা। বিবিসির প্রতিবেদন।**

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্র-জনতার তুমুল আন্দোলনের তোপে ক্ষমতা ছাড়ার প্রায় এক মাস হতে চলেছে। এখন তিনি দিল্লিতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে আছেন। ৫ই আগস্ট হাসিনার নাটকীয়ভাবে ক্ষমতা হারানোর পর তিনি একটি সামরিক হেলিকপ্টারে করে ভারতে পালিয়ে যান। তিনি দিল্লিতে অবতরণের পর গণমাধ্যমের বিভিন্ন খবরে বলা হয়েছিল হাসিনা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে আশ্রয়ের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দেশগুলো সাফ জানিয়ে দিয়েছে তাদের দেশে হাসিনার জায়গা হবেনা।

এই পরিস্থিতিতে তার সামনে অপশন মাত্র দুটো। হয়ত তিনি ভারতেই রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে থাকবেন, নাহয় তাকে দেশে ফিরে আসতে হবে। এখানে দেখার বিষয় ভারত হাসিনার বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়। তবে অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন, যদি হাসিনা স্থায়ীভাবে ভারতে অবস্থানের সুযোগ পান তাহলে তা দিল্লিকে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সাথে সম্পর্ক গড়তে চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। যদি এমনটাই ঘটে তাহলে দিল্লির কূটনীতি মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।

কেননা ভারতের কাছে বাংলাদেশ শুধুমাত্র প্রতিবেশী দেশই নয়। দিল্লির কৌশলগত অংশীদার হচ্ছে বাংলাদেশ। এছাড়া ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠ মিত্র হচ্ছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোতে ভারতের জন্য বাংলাদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনলাইন বিবিসির এক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে।

এতে বলা হয়, দুই দেশের মোট সীমান্ত ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোতে যদি কখনও বিদ্রোহ দেখা দেয় তাহলে তা বাংলাদেশের সাহায্য ছাড়া মোকাবিলা করা দিল্লির জন্য কঠিন। কেননা রাজ্যগুলোর গোষ্ঠীগুলো নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বাংলাদেশে প্রবেশ করা তুলনামূলকভাবে সহজ।

২০০৯ সালে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর জাতিগত বিদ্রোহীদের দমন করতে ভারতের তেমন বেগ পোহাতে হয়নি। কেননা হাসিনা ভারতের সাথে বেশ কয়েকটি সীমান্ত বিরোধও বন্ধুত্বপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করেছিলেন। সীমান্ত নিরাপত্তা মূলে থাকলেও আর্থিক দিকও এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কের বিকাশ ঘটে। ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে পণ্য পরিবহনের জন্য বাংলাদেশের সড়ক, নদী এবং রেল পথ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে। ২০১০ সাল থেকে ভারত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশকে ৭ বিলিয়ন ডলারের বেশি ঋণ দিয়েছে। তবে হাসিনার এমন আকস্মিক ক্ষমতা হারানোয় পুনরায় বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করা দিল্লির জন্য বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে।

ঢাকায় নিযুক্ত সাবেক ভারতীয় হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী বলেছেন,'এটি এই অর্থে একটি ধাক্কা যে আমাদের আশেপাশে যেকোনো অশান্তি সবসময়ই অবাঞ্ছিত।' তবে সাবেক এই কূটনীতিক জোর দিয়েছিলেন যে, দিল্লি ঢাকার অন্তর্বর্তী সরকারের সাথে কাজ করবে। কেননা এর কোন বিকল্প নেই এবং বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণভাবে যা করবে তা ভারত নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে সময় ক্ষেপণ করেনি।

যাইহোক, গত ১৫ বছর ধরে হাসিনা এবং তার আওয়ামী লীগের প্রতি অটল সমর্থনের জন্য বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ভারত বিরোধীতার জন্ম নিয়েছে তা লাঘবে দিল্লির আরও সময় লাগবে। শেখ হাসিনার অধীনে বাংলাদেশে যে তিনটি নির্বাচন হয়েছে তার স্বচ্ছতা নিয়ে বেশ উদ্বেগ রয়েছে জনগণের। তবে জনগণের এমন উদ্বেগকে উপেক্ষা করে ক্রমাগতভাবে হাসিনাকে সমর্থন করায় দিল্লির প্রতি বাংলাদেশের মানুষের যে আক্রোশ বেড়েছে তা বিগত সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। হাসিনার পতনের সাথে দিল্লির 'প্রতিবেশীই প্রথম' নীতিটি আরেকবার ধাক্কা খেল। কেননা বাংলাদেশ ভারতের আধিপত্য বিস্তারের যেকোনো প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে মালদ্বীপ এবং নেপালের পথেই হাঁটবে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, দিল্লি যদি একটি আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে তার মর্যাদা রক্ষা করতে চায় তবে অন্য প্রতিবেশী দেশে তার প্রভাব বজায় রাখতে হবে। যেহেতু ভারতের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী চীনও এই অঞ্চলে প্রভাবের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। গত বছর ভারতের চোখের সামনেই ভারত-বিরোধীতা করে মালদ্বীপের ক্ষমতায় এসেছে মোহাম্মদ মুইজ্জু।

ঢাকার সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সিনিয়র অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, ভারতের জন্য তার আঞ্চলিক নীতি সম্পর্কে কিছু আত্মসমালোচনা করার সময় এসেছে। তিনি বলেছেন, দিল্লিকে দেখতে হবে তার আঞ্চলিক অংশীদাররা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যথাযথভাবে গ্রহণ করেছে কিনা। এক্ষেত্রে দেবপ্রিয় শুধু বাংলাদেশকেই উদ্দেশ্য করেননি, তিনি এই অঞ্চলের সব দেশের কথাই বুঝাতে চেয়েছেন।

হাসিনার পতনের মধ্য দিয়ে এটি স্পষ্ট বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নিকটবর্তী সময়ের মধ্যে ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা নেই। এক্ষেত্রে ভারত যদি আওয়ামী লীগের বিকল্প কাউকে তাদের কাছে টানতে না পারে তাহলে তাদের জন্য বিষয়টি খুব জটিলই বটে। বাংলাদেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। দলটির এক নেতা বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার যদি সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে পারে তাহলে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিএনপির সাথে ভারতের সম্পর্ক কতটা জোরালো। যেহেতু অতীতে তাদের সুসম্পর্কের কোনো নজির নেই। অন্যদিকে বাংলাদেশে নিজেদের সম্পর্ক জোরালো করতে চীনও বেশ জোরালো উপস্থিতি জানান দেয়ার চেষ্টা করছে। কেননা ভারতের সাথে আঞ্চলিক আধিপত্যের লড়াইয়ে বেইজিং বাংলাদেশে তার পদচিহ্ন প্রসারিত করতে আগ্রহী। নির্বাচনে জয়ের পর মুইজ্জুর জন্য চীন লাল গালিচা সংবর্ধনা দিয়েছিল। সুতরাং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একই পরিণতি এড়াতে চাইবে দিল্লি। ভারতীয় পণ্য ও বাণিজ্যের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরতা ও কূটনৈতিক কৌশল তৈরি করার চেষ্টা করবে।

এক্ষেত্রে ভারতে হাসিনার উপস্থিতি ঘিরে দিল্লিকে সাবধানে পা ফেলতে হবে। বিশেষ করে যদি অন্তর্বর্তী সরকার হাসিনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফেরত দেয়ার অনুরোধ করে। এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা হচ্ছে ভারত কোনোভাবেই হাসিনাকে ফেরত দিতে চাইবে না। অন্যদিকে অনেকের মনেই একটি প্রশ্ন হচ্ছে, হাসিনা কী ভারত থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। এ বিষয়ে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, ভারত হাসিনাকে কীভাবে আতিথেয়তা করবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু ভারতে থেকে হাসিনার ঘরোয়া রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা শত্রুতাকে উস্কে দেবে। এতে হাসিনা ও দিল্লি উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

*অনুবাদ*

**কেননা ভারতের কাছে বাংলাদেশ শুধুমাত্র প্রতিবেশী দেশই নয়। দিল্লির কৌশলগত অংশীদার হচ্ছে বাংলাদেশ। এছাড়া ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠ মিত্র হচ্ছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোতে ভারতের জন্য বাংলাদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনলাইন বিবিসির এক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে।**

**এতে বলা হয়, দুই দেশের মোট সীমান্ত ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোতে যদি কখনও বিদ্রোহ দেখা দেয় তাহলে তা বাংলাদেশের সাহায্য ছাড়া মোকাবিলা করা দিল্লির জন্য কঠিন। কেননা রাজ্যগুলোর গোষ্ঠীগুলো নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বাংলাদেশে প্রবেশ করা তুলনামূলকভাবে সহজ। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর জাতিগত বিদ্রোহীদের দমন করতে ভারতের তেমন বেগ পোহাতে হয়নি। কেননা হাসিনা ভারতের সাথে বেশ কয়েকটি সীমান্ত বিরোধও বন্ধুত্বপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করেছিলেন। সীমান্ত নিরাপত্তা মূলে থাকলেও আর্থিক দিকও এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।**

# কমলা হ্যারিস, হোয়েন দ্য স্টারস অ্যালাইন

**মোস্তফা তানিম**

আমি জ্যোতিষশাস্ত্র মোতাবেক ভাগ্যরেখা কিছুটা পড়তে জানি, কিন্তু তাতে ভরসা করি না। বিশ্বাসও করি না। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, হোয়েন দ্য স্টারস অ্যালাইন, সেটা ভাগ্যবিষয়ক নয়। সেটার অর্থ হলো, ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা আপনা-আপনি কারও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে যাওয়া। সেরকম একটা ক্ষেত্রই প্রস্তুত হয়েছে ডেমোক্র্যাটদের জন্য। তার ফসল তুলবেন কমলা হ্যারিস, তিন মাস আগেও যাঁর প্রেসিডেন্ট হওয়ার কোনো বাসনাই হয়তো ছিল না।

২০০৮ সালে সবকিছু বারাক ওবামার পক্ষে যাচ্ছিল। নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন আগে ওবামার ৮৬ বছর বয়সী দাদি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই দাদিই তাঁর রোল মডেল ছিলেন। ওবামা দাদিকে দেখতে গেলেন হাওয়াইতে। ভালো কাভারেজ পেলেন।

দাদি মারা গেলেন নির্বাচনের ঠিক এক দিন আগে। তখন যারা জানত না, তারাও জানল, ওবামার বাবা অভিবাসী কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম, কিন্তু মা মার্কিন শ্বেতাঙ্গিনী খ্রিষ্টান। সেটাও মার্কিন মুলুকে ভোটের ক্ষেত্রে সহায়ক ঘটনা বলে বিশেষজ্ঞরা গণনা করলেন। সেই সময়, নির্বাচনের এক দিন আগে, আমার এক বন্ধু অভিমত দেন, 'হোয়েন দ্যা স্টারস অ্যালাইন', অর্থাৎ ওবামা জিতবেই।

এবারও তা-ই হচ্ছে। হ্যারিস জিতবেই বলে মনে হচ্ছে। না, আমার কথা না, যাকে বলা হয় 'প্রফেট অব প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশন', যাকে অনেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে নস্ট্রাডমাসের সঙ্গে তুলনা করেন, এটা তাঁর কথা। কিংবদন্তিতুল্য অধ্যাপক এলেন লিখম্যান।

শুক্রবার তিনি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন। জয়ী হবেন কমলা হ্যারিস। এই অধ্যাপকের কাছে কোনো ক্রিস্টাল বল নেই। আছে ১৩টি সংক্ষিপ্ত হ্যাঁ/না উত্তরের প্রশ্ন। এই ১৩টি প্রশ্নের কষ্টিপাথর তিনি নিজে তৈরি করেছেন, ১৯৮১ সালে। সঙ্গে ছিলেন আরেকজন রুশ গবেষক। তারপর ১৯৮৪ থেকে আজ পর্যন্ত শুধু একবার তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ভুল হয়েছে, ২০০০ সালে। বলেছিলেন, আল গোর জিতবেন, জিতেছেন জর্জ বুশ। বাকি ৯টি নির্বাচনে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভুল। তাই এই দেশটি তাঁর ঘোষণার দিকে তাকিয়ে থাকে।

শুক্রবার আবার এলেন লিখম্যান দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন, হ্যারিস জয়ী হবে। এমনকি দুটি প্রশ্নে যদি হ্যারিস পয়েন্ট না-ও পায়, তবু জিতে যাবেন। সে দুটি প্রশ্ন পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে।

এ ক্ষেত্রে 'স্টারস অ্যালাইনের' বিষয়টা আবার বলি। জো বাইডেন প্রতিযোগিতা থেকে সরে যেতে বেশ অনেক দিন সময় নিলেন। কিছুতেই সরে দাঁড়াবেন না। তাতে ডেমোক্র্যাটদের যাঁরা তাঁরা সরে দাঁড়ানোর পক্ষে ছিলেন এবং মনে করছিলেন বয়স ও অসুস্থতার কারণে তাঁর জেতার সম্ভাবনা কম, তাঁরা বিরক্ত হয়েছেন। কারণ সময় নষ্ট হচ্ছে। তাঁরা মনে করেছেন, যিনি নতুন প্রার্থী হবেন তিনি প্রচারণার তেমন কোনো সুযোগই পাবেন না। অথচ এই দেরি করাটাই শেষ পর্যন্ত সুফল বয়ে আনল।

সেই যে জুলাইর ১৩ তারিখে ডোনাল্ড ট্রাম্প আততায়ীর গুলিতে সামান্য আহত হলেন, সেই থেকে তাঁর জনসমর্থন বাড়তে থাকল। সংবাদমাধ্যমের সব মনোযোগ তাঁর দিকে চলে গেল। আর এর পরপরই ডেমোক্র্যাটদের প্রার্থী পরিবর্তন হওয়ার মতো বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটল। এতে মুহূর্তেই মনোযোগ ট্রাম্প থেকে হ্যারিসের দিকে চলে এল। ট্রাম্পের হত্যাচেষ্টাজনিত 'সহানুভূতিসূচক ভোটের' স্রোতে ভাটা পড়ে গেল। এই ঘটনা দুটি আগে-পরে হয়ে গেলে মনোযোগ ও সমর্থন অন্য রকম হয়ে যেত।

নির্বাচনের ফলাফল আমরা এখনো জানি না। কিন্তু একেই বলে 'হোয়েন দ্য স্টারস অ্যালাইন।'

*মোস্তফা তানিম লেখক ও তথ্যপ্রযুক্তিবিদ*

*সৌ: প্র: আ:*

## প্রথম নজর

# ওয়াকফ বিল: জেপিসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকে জামায়াত

**আপনজন ডেস্ক:** বিতর্কিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান তথা লোকসভার বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পালের সঙ্গে বৈঠক করল জামাআতে ইসলামী হিন্দ। জামাআতের সর্বভারতীয় সভাপতি সৈয়দ সা'দাতুল্লাহ হুসাইনির নেতৃত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল ওয়াকফ সংশোধনী বিল-২০২৪ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট বিলের বিরোধিতা করেন তাঁরা।শুক্রবার জামাআতের মারকাযী প্রতিনিধিদলে ছিলেন সভাপতি সাইয়েদ সাদাতুল্লাহ হোসায়েনি, সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. সেলিম ইঞ্জিনিয়ার, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি আমিনুল হাসান, আব্দুর রফিক সহ মোট ৬ জন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তাঁরা ইতিমধ্যেই লোকসভায় পেশ হওয়া ওয়াকফ বিল সম্পর্কে জেপিসি চেয়ারম্যানের সামনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কারণ, এটি দেশজুড়ে বিপুল পরিমাণ ওয়াকফ সম্পত্তির স্বায়ত্তশাসন এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি বড় রকমের হুমকি বলে উল্লেখ করেন জামাআত নেতারা। বিষয়টিকে সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক অধিকারের পরিপন্থী বলেও জানান তাঁরা। সর্বোপরি নরেন্দ্র মোদির ওয়াকফ বিল নিয়ে আপত্তির কথা সাংসদ জগদম্বিকা পালকে সাফ জানিয়ে দিয়ে আসেন তাঁরা। উল্লেখ্য, সম্প্রতি কেন্দ্র সরকারের তরফে আনা বিতর্কিত ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় দেশজুড়ে বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের সঙ্গে কথা বলছেন জামাআত নেতারা। পাশাপাশি ওয়াকফ বিলটিকে যৌথথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানোয় সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যদের বৈঠক করছেন জামাআতের বিভিন্ন রাজ্যের শীর্ষনেতারা।

# মামূন ন্যাশনাল স্কুলের ছাত্রীর ডাক্তারিতে ভর্তি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেমারি**

**আপনজন:** পুর্ব বর্ধমান জেলার ঐতিহ্যমণ্ডিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মামুন ন্যাশনাল স্কুলের ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মুর্শিদাবাদ জেলার নাফিসা সুলতানা জি.ডি. অ্যাকাডেমি থেকে আবাসিকভাবে নিএর কোচিং নিয়ে এ বছরই সর্বভারতীয় যোগ্যতা নির্ণায়ক মেডিকেল / ডাক্তারি পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে যোগ্যতা স্থান অর্জন করেছে । মেডিক্যালে সর্বভারতীয় যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত স্কোর ৬৪৭ সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৮৯৪৫ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মেধা তালিকায় তার র‍্যাঙ্ক ১২৮২। বর্তমানে এই কৃতী ছাত্রী উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠরতা। আগামীদিনে জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা নিয়ে তার ভবিষ্যৎ জীবনের পথচলা আরো সুন্দর, আলোকোজ্জ্বল ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠুক, এই শুভ কামনা রইল মামুন ন্যাশনাল স্কুল কর্তৃপক্ষ, সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির পক্ষ থেকে। মামুন ন্যাশনাল স্কুলের গৌরবময় অতীত, বর্ণময় বর্তমান ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের আঙ্গিকে তার এই কৃতিত্ব ও নজির অন্যান্য সকল পড়ুয়ার অনুপ্রেরণার উৎস হোক এই প্রার্থনা করি।

# সাংসদ কল্যাণের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাজ্য জামায়াতের

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা**

**আপনজন:** ওয়াকফ সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির সদস্য ও সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জীর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন পশ্চিমবঙ্গ জামায়াতের প্রতিনিধি দল । কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ আইনে পরিবর্তন করে সংবিধান প্রদত্ত ধর্মীয় অধিকারকে বিনষ্ট করতে চাইছে। সরকার ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করেছে এবং এই কমিটি দেশবাসীর কাছে মতামত চেয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে । এই বিষয়ে, জামাআতে ইসলামী হিন্দ পশ্চিমবঙ্গ শাখার একটি প্রতিনিধি দল জিপিসি সদস্য ও সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন । জামাত এই বিলের বিরোধিতা করে একটি স্মারক লিপি ও জামায়াতের সর্বভারতীয় ক্যাম্পেন নৈতিকতাই স্বাধীনতার ভিত্তির উপর কিছু বই তার হাতে তুলে দেন আমীরে হালকা জনাব মশিহুর রহমান সাহেব, এছাড়াও প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্য সেক্রেটারি শাদাব মাসুম ও মুস্তাফিজুর রহমান । উল্লেখ্য, জামাত দেশের বিভিন্ন রাজ্যের জেপিসি মেম্বারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিলের বিরোধিতা করে ঐক্যমত গঠন করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । পশ্চিমবঙ্গ জামাতের তরফ থেকে রাজ্যের সকল জেপিসি মেম্বারদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ করছে এবং বিলের বিরোধিতা করে জামাত তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে । ইতিমধ্যে জেপিসি মেম্বার নাদিমূল হকের সঙ্গে সাক্ষাত করা হয়েছে।

# মালদার ভুতনির মানুষরা এখন বন্যার জলে হাবুডুবু খাচ্ছেন

**নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক**

**আপনজন:** গোটা দেশ যখন আরজিকর নিয়ে উত্তাল তারই মাঝে মালদা জেলার ভুতনির মানুষরা বন্যার জলে হাবুডুবু খাচ্ছে, সর্বত্র জলমগ্ন এলাকার পর এলাকাজুড়ে। কারও ঠাঁই হয়েছে দোতলার ছাদে কারও ঠাঁই হয়েছে বাড়ির চালে কেউবা নৌকাতে দিন কাটাচ্ছে দিনের পর রাত। প্রায় ১ মাস ধরে ভূতনির ২ লাখ মানুষ জলের তলে অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। এই মতন অবস্থায় মালদার বহু সংগঠন ও ফাউন্ডেশন সংস্থার পাশাপাশি এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন "পরিবর্তন" এর সদস্যরা প্রায় ১ হাজার জন মানুষের জন্য খাবার নিয়ে ছুটে যায় ভূতনি কবলিত মানুষের পাশে। তারা চাল, ডাল, তেল, আলু, পেয়াজ, মুড়ি, বিস্কুট, পাউরুটি, জল সহ বিভিন্ন ধরনের খাবার, ওষুধ ও স্যানিটারি ন্যাপকিন নিয়ে অসহায় মানুষ গুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। পরিবর্তন সংগঠনের এক সদস্য জানান, মানিকচক ভূতনি এলাকার মানুষ বড় অসহায় ভাবে সেখানে দিন পার ও খাবারের জন্য লড়াই করছে তারা। তাই আমরা খাবার দিতে গেলে তারা জোরজবস্তি নৌকা ধরে খাবার লুটপাট করছে। এটা উনাদের দোষ নয় কারণ! খাবার তারা পাচ্ছেনা তাই হয়তো আমাদের সাথে বা আর কারো সাথেই এইরকম ঘটনা ঘটাচ্ছে। তারা খিদের জ্বালা সহ্য করতে পারছেন না, সত্যি তাদের এই করুন অবস্থা দেখে আমাদের চোখে অনেকের জল চলে আসে। আমরা প্রায় ১ হাজার মানুষকে খাবার দিলাম আপনাদের সহযোগিতায়, আমরা শুধু মাধ্যমমাত্র। এখানে অনেক মানুষ সহযোগিতা করেছেন তাদেরই সহযোগিতায় আমরা ভূতনি এলাকার মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিতে পারলাম। তাদের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ, তারাই মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে তারাই আসল হিরো।

# কিয়স্ক করতে দেব না, কিন্তু রোগী মারা যাবে, এটা ঠিক নয়: ফিরহাদ

**সুব্রত রায় ● কলকাতা**

**আপনজন:** হাসপাতালের বাইরে পুর-কিয়স্ক প্রসঙ্গে কলকাতা পৌরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন,আমরা স্বাস্থ্য ভবনের সঙ্গে কথা বলেই এই ব্যবস্থা করেছিলাম। যাতে রোগীদের হেনস্থা না হয়। চিকিৎসকরা বলেছেন আন্দোলনের সঙ্গে তাদের সমর্থন আছে। তাই তারা অনুরোধ করেছেন, আমরা ক্যাম্প সরিয়ে নিয়েছি। মেয়র আরো বলেন, বৃহস্পতিবার ৪ ঘন্টা ধরে কোন চিকিৎসা না পেয়ে শ্রীরামপুরের ছেলেটি মারা গেল এটা ঠিক হয়নি।কিয়স্ক করতে দেব না, কিন্তু আবার রোগী মারা যাবে, এটা ঠিক নয়। আন্দোলন করতে মানা করেনি কেউ। আমরাও চাই যে মৃত্যুদণ্ড হোক। কিন্তু যে মারা গেছে আমার মেয়ের বয়সী অত্যন্ত দুঃখজনক। কিন্তু তার জন্য আরও দশটা লোক মারা যাবে এটা ঠিক নয়। এর পরও আমরা যখন কিয়স্ক করছি সেটায় অবজেকশন দেওয়া হচ্ছে, এটাও ঠিক নয়। শ্রীরামপুর হাসপাতালে পরিকাঠামো প্রসঙ্গে মেয়রের মন্তব্য,অবশ্যই শ্রীরামপুর থেকে আরজি কর অনেক ভালো পরিকাঠামো। এটা অস্বীকার করা যায় না। কিয়স্ক কি তুলে নেওয়া হল? এই প্রশ্নের উত্তরে মেয়র বলেন,কিয়স্ক আমরা এখনো তুলিনি। তবে আপাতত বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এভাবে পেশেন্ট যদি মরতে থাকে তাহলে আবার কিয়স্ক চালু করতে হবে।উজ্জয়িনীতে ধর্ষণের পর ছবি তোলা প্রসঙ্গে মেয়র বলেন,কলকাতার সঙ্গে তফাৎ যে বাইরে মজা নেওয়া হয়। ফুটপাতে ধর্ষণ হচ্ছে। ছবি তোলা হয়। সেই মেয়েটার মা-বাবার কি অবস্থা!মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই জন্যই সারাদেশে আইন কড়া করার জন্য আহ্বান জানান। এটার প্রতিকার হওয়া দরকার। কারো ক্ষমতা হলো না ওই ছেলেটাকে মেরে মুখ ফাটিয়ে দেওয়ার? শুধু মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘুরলে হবে না। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যা হচ্ছে। ওদের নিজের বাড়ির মেয়ের সঙ্গে এটা ঘটলে কি ভিডিও তুলতো? প্রশ্ন মেয়রের।

## রক্তদানে আরজি কর নিয়ে প্রতিবাদ

**সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম**

**আপনজন:** আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক খুনে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে খুনির দ্রুত বিচার এবং ফাঁসির দাবিতে আন্দোলনের ঝড় বইছে একেবারে গ্রাম স্তর থেকে। মিছিল মিটিং,ধর্না,প্রতিবাদ সভা থেকে শুরু করে গান,পথনাটিকা ইত্যাদির মাধ্যমে তীব্র ভাবে সকলেই গর্জে উঠেছে খুনির শাস্তির দাবিতে।এবার অন্যভাবে সেই নিহত তরুণী চিকিৎসককে শ্রদ্ধা জানাতে তথা স্মরণ করতে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের 'তিলোত্তমা'র স্মরণে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়, রামপুরহাটের একটি বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন( এস এফ আই) রামপুরহাট লোকাল কমিটি'র উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় । শিবিরের উদ্বোধন করেন এসএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ছাত্র সংগ্রামের সম্পাদক ও বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদক সৌভিক দাস বক্সী। এদিন শিবিরে ৬ জন যুবতী সহ মোট ৩৩ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এসএফআই বীরভূম জেলা সভাপতি নিসার হাসান, ছাত্র নেতা ওয়াহিদ খান, বিট্টু ধর, সুরজ সেখ সহ অন্যান্যরা।

## প্রেমের টানে ওপারে গিয়ে দু বছর পর ফিরল

**আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া**

**আপনজন:** প্রেমের টানে বাংলাদেশে গিয়ে দু'বছর কারাবাস! অবশেষে দেশে ফিরলেন হাওড়া তরুণী। প্রেমের টানে কলকাতা থেকে বাংলাদেশে এসে দু'বছর কারাবাসে থেকে অবশেষে দুই দেশের যৌথ উদ্যোগে বাড়ি ফিরলেন তরুণী।অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল হাওড়ার বছর১৮-র প্রিয়াঙ্কা নস্কর এক তরুণী।সীমান্ত পারাপারের সময় বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীরা তাকে আটক করে।তাঁর ঠাঁই হয় বাংলাদেশের কারাগারে।চুয়াডাঙ্গার দর্শনা চেকপোস্টের সীমান্ত দিয়ে গেদের ফ্ল্যাট মিটিং চেকপোস্ট সীমান্ত দিয়ে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের উপস্থিতিতে তরুণীকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তার পরিবারে কাছে তরুণীর মা তুলসী নস্কর বলেন,বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের এক ছেলের সঙ্গে প্রেম হয় ওই তরুণীর। ওই ছেলেটির এক আত্মীয়ের বাড়ি ছিল হাওড়াতে ওই তরুণীর বাড়ির পাশেই। সেখান থেকেই তাদের পরিচয় এবং তারপর প্রেম।তরুণীর কথা অনুযায়ী ওই ছেলেটি তাকে বলেছিল,বিয়ের পর স্থানীয় একটি গার্মেন্টসের কারখানায় চাকরি দেবে তাকে।বিয়ে করার জন্য ২০২২ সালের বাংলাদেশের ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে আসে ওই তরুণী।

## শান্তিনিকেতনে শুরু হল টুরিস্ট পুলিশ গার্ড

**আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর**

**আপনজন:** বীরভূম পুলিশ এবং বোলপুর শান্তিনিকেতন থানা ও বোলপুর থানার উদ্যোগে শান্তিনিকেতন এলাকায় শুরু হলো টুরিস্ট পুলিশ গার্ড । অর্থাৎ এটি একটি পুলিশের সেকশন এখানে প্রায় ১৮ জন পুলিশ পারসন থাকবেন এবং দুটি বাইকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বাইক দুটি একটি থাকবে শান্তিনিকেতন পোস্ট অফিসের সামনে অপর আরেকটি বাইক সহ পুলিশের টিম থাকবে সোনার ঝুড়ি খোয়াই হাটে সামনে। এখানে টুরিস্ট কার্ড পুলিশ কর্মীরা ২৪ঘন্টা মানুষের পরিষেবা দেবেন বলে ঘোষণা করা হয়। এখানে টুরিস্ট এবং টুরিস্টের সঙ্গে ব্যবসাদার যদি কোন ইমার্জেন্সি সমস্যায় সম্মুখীন হন তাহলে পুলিশ টুরিস্ট গার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করলে দ্রুত পরিষেবা পাবেন। এই টুরিস্ট পুলিশ পরিষেবা কেবলমাত্র পর্যটকদের পরিসেবা দেওয়ার জন্য নিয়োজিত থাকবেন। এই টুরিস্ট পুলিশ গার্ড দের জন্য বিশেষ জ্যাকেট ব্যবহার করা হবে যাতে অতি সহজেই পর্যটকরা তাদেরকে চিহ্নিত করতে পারেন। এছাড়া দুটি বাইকের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাহাতে পর্যটকরা দ্রুত পরিষেবা পেতে পারেন। এই জাকেট এবং বাইক পরিহিত পুলিশ কর্মী সারা বছর পরিসেবা দিয়ে থাকবেন বলে জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার।

# রাজস্থানে পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুন করল সহকর্মী!

**তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর**

**আপনজন:** বিজেপি শাসিত রাজ্য রাজস্থানে হরিশ্চন্দ্রপুরের এক পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে সহকর্মীদের বিরুদ্ধে। মৃত শ্রমিকের নাম মতি আলি (৪২)। তার বাড়ি ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের মিসকিনপুর গ্রামে। পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। শনিবার রাতে দেহ গ্রামে ফিরেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,দীর্ঘ ২০ বছর ধরে রাজস্থানে একটি সোনার দোকানে কাজ করতেন তিনি। গত ৩ সেপ্টেম্বর দুপুরে খাওয়ার সময় বিহার ও রাজস্থানের সহকর্মীদের সঙ্গে ঝগড়া হয়। এরপর বিহার ও রাজস্থানের কয়েকজন শ্রমিক ঘরের মধ্যে তাকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। দুই কিলোমিটার দুরে কাজ করতো তার আরেক ভাই। মতি তার ভাইকে ফোন করে জানাই তার প্রচন্ড পেটে ব্যথা করছে। পেটে ব্যথা নিয়ে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি হয় মতি। অস্ত্রপাচার করে চিকিৎসকরা। কিন্তু তারপরেও শেষরক্ষা হয়নি। দুইদিন চিকিৎসা চলার পর শুক্রবার সকালে তিনি মারা যান। মারধরে মতির পেটের নাড়িভুঁড়ি ফেটে গিয়েছিল বলে পরিবারের দাবি। অপারেশনের কয়েক ঘন্টা পর সে মারা যায়। মতি ছিল পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। শ্রমিকের মৃত্যুতে দুই নাবালক পুত্র সন্তানকে নিয়ে চরম সমস্যায় পরলেন স্ত্রী রৌশনা খাতুন। এদিন পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। সেখানে গিয়েই তিনি বলেন বিজেপির শাসিত রাজ্যগুলোতে বাংলার মানুষদের সহ্য করতে পারছে না। এই ভাবেই খুন করা হচ্ছে। তিনি পরিবারটিকে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি সরকারি সব রকমের সাহায্য পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

# অরুণাচলপ্রদেশে কাজে গিয়ে মৃত্যু বীরভূমের পরিযায়ী শ্রমিকের

**সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম**

**আপনজন:** অরুণাচল প্রদেশে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল বীরভূমের দুই জন পরিযায়ী শ্রমিকের। যারমধ্যে রাজনগর থানার অন্তর্গত গুরুজনডিহি গ্রামের নগেন্দ্রনাথ টুডুর পুত্র ১৮ বছর বয়সী অবিনাশ টুডু অরুণাচল প্রদেশে শ্রমিকের কাজ করতে গেছিলো। গত ৪ই সেপ্টেম্বর অরুণাচল প্রদেশের দিবাং ভ্যালিতে রাস্তার কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় অবিনাশ টুডুর। অপরদিকে সিউড়ি থানার অন্তর্গত নগরী অঞ্চলের কাঁটাবনী গ্রামের তেইশ বছর বয়সী নেহেরু মুর্মুরও এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। শনিবার বিকেলে মৃত ওই দুই যুবকের দেহ বীরভূমে তাদের নিজ নিজ গ্রামে এলে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। অরুণাচল প্রদেশে দিবাং ভ্যালিতে রাস্তার কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় ওই দুই যুবকের মৃত্যু হয় এবং এই ঘটনায় আরো দুই শ্রমিক আহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

## নিজের শিশুকে জলে ডুবিয়ে মারল বাবা!

**রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি**

**আপনজন:** ১১মাসের শিশু কন্যাকে পুকুরে ফেলে খুনের অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার ইন্দ্রহাটা গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে শুক্রবার বিকেলে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার অন্তর্গত ইন্দ্রহাটা গ্রামের বসিন্দা সাদিকুক সেখ, তার ১১মাসের নিজের কন্যা সন্তান হুমাইরা ইসলামকে পুকুরের জলে ফেলে খুন করার অভিযোগ উঠল বাবার বিরুদ্ধে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কান্দি থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কান্দি থানার পুলিশ।

## আদিবাসীদের মধ্যে মাছের চারা বিতরণ

**সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী**

**আপনজন:** কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের ব্যারাকপুর শাখার আর্থিক সহযোগিতায় ও সুন্দরবনের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় শুক্রবার বাসন্তীর জয়গোপালপুরে ১১০ টি আদিবাসী পরিবারের মধ্যে ৬ কেজি করে মোট ৬৬০ কেজি ৩/৪ ইঞ্চি লম্বা মাছের চারা (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস ইত্যাদি) ও প্রত্যেক পরিবারকে ১০০ কেজি করে মাছের খাবারও বিতরণ করা হয়। প্রত্যেকে গড়ে ২৫০০ মাছের চারা পেয়েছেন। বাসন্তী ব্লকের ভরতগড়, নফরগঞ্জ ও জ্যোতিষপুর পঞ্চায়েত থেকে আদিবাসী মাছ চাষীরা এসেছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন আয়োজক সংস্থার সম্পাদক বিশ্বজিৎ মহাকুড়।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# আদমপুরে কোর্টের রায়ে বুলডোজার!

**দেবাশীষ পাল ● মালদা**

**আপনজন:** শনিবার সকালে পুরাতন মালদার মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আদমপুর বাবুবাজার এলাকায় হাইকোর্টের রায়ে এক ব্যক্তির রায়তো জমির সামনে মুখ জবরদখলকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা। এমনকি পুলিশের সাথে ধুন্দুমার পরিস্থিতি। জবর দখল কারি তিন পরিবারের সদস্যদের সাথে পি ডব্লিউ ডি অফিসার ও মালদা থানার পুলিশ রীতিমতো বাক বিতন্ডা ও ধ্বস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে। যদিও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে মালদা থানার পুলিশ এবং বুলডোজার চালিয়ে অভিযান সম্পন্ন করা হয়।ঘটনা প্রসঙ্গে পিডব্লিউডির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ বাবু জানিয়েছেন আদমপুর বাবুবাজার এলাকার রাজ্য সড়কের পাশে এক ব্যক্তির রায়ত জমি রয়েছে। কিন্তু সেই জমির মুখ তিন পরিবারের সদস্যরা দোকান ঘর তৈরি করে জবরদখল করে রেখেছিল। এই বিষয়ে জমি মালিক হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন। হাইকোর্ট জবরদখল মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। সেই নির্দেশ মতো জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জবরদখলকারী পরিবারগুলিকে ২৬ শে জুলাই এর মধ্যে জবরদখল সরিয়ে নেওয়ার সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সীমার মধ্যে জবরদখলকারীরা সেখান থেকে সরেনি। তাই আজ রীতিমতো হাইকোর্টের রায় মেনে প্রশাসন জবরদখল মুক্ত অভিযান সম্পন্ন করে।

## বেচারাম মান্নার নেতৃত্বে ডেপুটেশন

**সেখ আব্দুল আজিম ● সিঙ্গুর**

**আপনজন:** বেচারাম মান্নার নেতৃত্বে কামারকুন্ডু এসপি অফিসে ডেপুটেশন জমা দেয়া হল শুক্রবার। সিঙ্গুর গোলাম মোহনী স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে নিয়ে ধর্ষণ শ্লীলতাহানি মতো ঘটনাকে জনমানসে বিভ্রান্ত ও মেকি আন্দোলন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বিধায়ক বেচারাম মান্না। সেই ঘটনার প্রতিবাদে এবং জনমানসে সমাজমাধ্যমের দ্বারা বিভ্রান্তকারীদের আইনগত উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে কামারকুন্ডুতে হুগলি গ্রামীন পুলিশ সুপারের কাছে সিঙ্গুর ও হরিপালের সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয় এদিন।

## তিলোত্তমার বিচার চাই ধ্বনি বাউলদের

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া**

**আপনজন:** সারা ভারত কীর্তন বাউল ও ভক্তিগীতি শিল্পী সংসদের ডাকে আরজি কর হাসপাতালে তিলোত্তমাকে ধর্ষণ ও খুনের বিচারের দাবিতে আজ কলকাতার ধর্মতলায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে এক জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে। ওই সমাবেশে যোগ দিতে একটি পদযাত্রা হাওড়া স্টেশন থেকে ও আরেকটি পদযাত্রা শিয়ালদা স্টেশন থেকে ধর্মতলায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে যাবে। হাওড়া থেকে সেই মিছিল ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। বাউল, মতুয়া থেকে শুরু করে বহু ধর্মের মানুষ এই মিছিলে অংশ নিয়েছেন।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

# রবি-আসর

- প্রবন্ধ: ইবনে আরাবী: দিব্যজ্ঞান লাভ করা এক সুফি দার্শনিক
- নিবন্ধ: শিক্ষা: পরিচিত স্রোত ও ভিন্নতর ভাবনা
- অণুগল্প: ভোকাট্টা
- বড় গল্প: 'মা'
- ছড়া-ছড়ি: শিক্ষক হবার স্বপ্ন




## দিব্যজ্ঞান লাভ করা এক সুফি দার্শনিক

# ইবনে আরাবী

তাকে 'আল শেইখ আল আকবার' বা সুফিবাদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু তাই বলে তার দার্শনিক পরিচয়টা একেবারে ঢেকে ফেলা অবিচারই বটে।
লিখেছেন সাইফুল ইসলাম...

ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিকের নাম বলতে বললে কার নাম আপনার মাথায় প্রথমেই চলে আসবে? নিশ্চয়ই ইবনে রুশদ, ইবনে খালদুন কিংবা আল ফারাবির কথা ভাবছেন। একটি নাম, যা হয়তো শতকরা ৯০ জনের মাথায়ই আসবে না, তা হচ্ছে আল আরাবী। কারণ ইতিহাস তার দার্শনিক পরিচয় নির্ণয় করতে ভুল করেছে, তাকে আখ্যায়িত করেছে কেবলই একজন সুফি হিসেবে। অথচ ধর্মকে বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করা, কুরআনের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, হাদীসের দার্শনিক ব্যাখ্যা, আইনশাস্ত্র, অতীন্দ্রিয়বাদ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি করে গেছেন তিনি। অবশ্য এটা ঠিক যে, সুফিবাদ নিয়েই তিনি বেশি কাজ করেছেন। যে কারণে তাকে 'আল শেইখ আল আকবার' বা সুফিবাদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু তাই বলে তার দার্শনিক পরিচয়টা একেবারে ঢেকে ফেলা অবিচারই বটে।
মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বিন মুহাম্মদ ইবনে আলি আল আরাবি আল তাই আল হাতিমি তার পুরো নাম! নিজের প্রতিটি লেখার শেষেই লেখক পরিচয়ে এ নামটিই লিখেছেন। সংক্ষেপে ইবনে আল আরাবি নামে পরিচিত হন তিনি। ইসলামিক স্পেনের মুরসিয়া শহরে, ১১৬৫ সালে এক ধনাঢ্য মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তার পরিবার ছিল কর্ডোবার সবচেয়ে প্রভাবশালী পরিবারগুলোর মধ্যে একটি। এর কারণ কেবল এই নয় যে তার বাবা আলি ইবনে আল আরাবী ছিলেন কর্ডোবার প্রধান বিচারপতি। বরং, তার পরিবারের ছিল গৌরবের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস, যার শুরু ইতিহাসখ্যাত হাতেম তাইয়ের সময় থেকে। হাতেম তাই এই পরিবারের পূর্বপুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বলতম নাম। আল আরাবীর যখন ৮ বছর, মুরসিয়া তখন পার্শ্ববর্তী এক রাজার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি সপরিবারে চলে যান লিসবন শহরে। কিন্তু সেখানেও সবকিছু ঠিকঠাক বনিবনা না হওয়ায় সিভিল শহর হয় তার পরবর্তী ঠিকানা। এ শহরেই তিনি শিক্ষা দীক্ষায় পূর্ণতা লাভ করেন, তার ধ্যান-জ্ঞান বিকশিত হয়। সিভিল শহর ছিল মধ্যযুগের সুফিবাদ চর্চার কেন্দ্রস্বরূপ। এ শহরেই অনেক বিখ্যাত সুফির সাক্ষাৎ লাভ করেন আল আরাবী, সংস্পর্শে আসেন অনেক বিদুষী নারীর, যাদের প্রভাব তার পরবর্তী জীবনে গভীরভাবে লক্ষণীয়। এর মধ্যে যে নামটি না বললেই নয়, তা হচ্ছে মার্চেন এর ইয়াসমিন। ইয়াসমিনের গুণমুগ্ধ আরাবীর মুখেই শোনা যাক তিনি কী ধারণা পোষণ করতেন এই নারীর ব্যাপারে। "তার কাজকর্মে এবং যোগাযোগে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার উপস্থিতি তাকে নিয়ে গেছে শ্রেষ্ঠদের কাতারে!"- ইয়াসমিন সম্পর্কে আল আরাবী। আবু জাফর নামক এক দরিদ্র কৃষক ছিলেন আল আরাবীর জীবনের প্রথম শিক্ষক, যিনি ঠিকমতো গুণতে জানতেন না, লিখতে পারতেন না! এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিবর্জিত শিক্ষকের নিকটি প্রাথমিকভাবে কুরআন পড়তে শেখেন তিনি। এরপর একে একে সিভিলের সব বিখ্যাত শিক্ষকের কাছে আরবি ব্যাকরণ, কুরআনের ব্যাখ্যা, হাদিসের ব্যাখ্যা, আইনশাস্ত্র এবং ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কৈশোরের পদার্পণ করেই আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। সমকালীন বিখ্যাত সুফিদের সাথে তার ভাব জমে ওঠে। বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইবনে রুশদ ছিলেন আরাবীর বাবার বন্ধু। সে সুবাদের রুশদের সংস্পর্শেও আসেন তিনি। ২০ বছর বয়সে আনুষ্ঠানিকভাবে সুফিবাদকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেন তিনি। ইবনে আরাবীর নিজের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি দৈববাণী পেয়ে সুফিবাদের দিকে ধাবিত হয়েছেন। ঘটনাটা ১১৮৪ খ্রিস্টাব্দের। সিভিলের কোনো এক সরকারি অনুষ্ঠানে শহরের সকল গণ্যমান্যদের সাথে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ইবনে আরাবীও। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে যখন মদ্যপান শুরু হয়, তখন আরাবীও সকলের সাথে তাল মেলাতে মদের গ্লাস হাতে নেন। কিন্তু গ্লাসে চুমুক দিতে উদ্যত হলেই তিনি শুনতে পান কোনো এক অদৃশ্য স্বর! "হে মুহাম্মদ, তোমাকে কী এজন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে?"

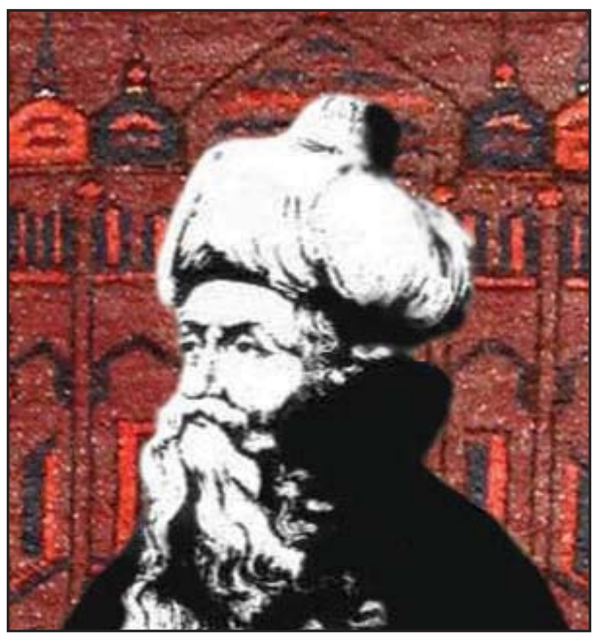

তিনি মদের গ্লাসে চুমুক না দিয়ে সেটি রেখে দিলেন এবং দ্রুত অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করলেন। তার মন বিষণ্ণতায় ভরে উঠলো। খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে তিনি দেখা পেলেন এক মেষপালকের। মেষপালকের সাথে হাঁটতে হাঁটতে তিনি শহরের বাইরে চলে এলেন। কোনো এক নির্জন স্থানে এসে মেষপালককে অনুরোধ করলেন পোশাক বদলের জন্য। অতঃপর মেষপালকের ময়লা ছেঁড়া জামা গায়ে জড়িয়ে অজানা গন্তব্যের দিকে হাঁটতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে একটি গুহায় প্রবেশ করলেন এবং সেখানে ধ্যানমগ্ন হয়ে 'জিকরুল্লাহ' বা আল্লাহর জিক্‌র শুরু করেন। তার এই ধ্যান ভাঙে ৪ দিন পর! সেদিন গুহা থেকে বের হয়ে তিনি বুঝতে পারেন নিজের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন চলে এসেছে। তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেছেন! "আমার একাকীত্ব যাপন শুরু হয় ফজরের সময়, যখন সূর্যকিরণ ধীরে ধীরে সব অন্ধকার দূর করে দিতে থাকে। তখন 'গায়েবি' (অদেখা/অদৃশ্য) জগতের রহস্যগুলো আমার কাছে একে একে জট খুলতে থাকে। ১৪ মাস আমি নির্জনে ধ্যান করেছি, সেগুলো দেখেছি আর লিখে রেখেছি।"
– ইবনে আরাবী
এই ঘটনার পর আল আরাবীর জীবনধারা চিরতরে পাল্টে যায়। তিনি প্রায় ১৪ মাস একটানা নিভৃতচারীর মতো জীবন যাপন করেন। এ সময় তিনি কেবলই একজন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, কথাবার্তা বলতেন। তিনি হচ্ছেন তার দীক্ষা গুরু শেখ ইউসুফ বিন ইউখালফ আল কুমি। টানা ১৪ মাসের নিভৃতযাপন শেষে তিনি নিজ বাসস্থানে ফিরে গেলেও সরকারি কাজে আর যোগ দেননি। যাবতীয় অর্থ সম্পদের মোহ ত্যাগ করে তিনি কেবল জিক্‌র আজগারে সময় ব্যয় করতেন। দ্রুতই ইবনে আরাবীর আধ্যাত্মিক গুণের কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। তার সুনাম ছড়িয়ে পড়লো পুরো আন্দালুসিয়ায়। তার বাবার বন্ধু ইবনে রুশদও তার ব্যাপারে অবগত হন এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ সাক্ষাৎ দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমত, রুশদের সাথে আরাবীর শৈশবে সাক্ষাৎ হয়েছিল, বয়সকালে আর হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত, দুজন দুই মেরুর শ্রেষ্ঠ মানুষের সাক্ষাৎ ছিল এটি। রুশদ ছিলেন একজন আপাদমস্তক যুক্তিবাদী মানুষ, যিনি সকল প্রকার জ্ঞানকে যুক্তির ছাঁচে ফেলে ঝালিয়ে নিতেন। আর আরাবী ছিলেন এখন দৃষ্টবাদী মানুষ, যিনি আধ্যাত্মিকতার পূজারী ছিলেন। এই সাক্ষাৎ দুজনের জন্যই বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইবনে রুশদ এই সাক্ষাতে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, দিব্যজ্ঞানের আগমন সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তাছাড়া আরাবীর নিভৃতে জীবন যাপনের নানা দিক নিয়ে জানার কৌতুহল দেখান তিনি। আরাবীর সাথে এই সাক্ষাতের পরই আধ্যাত্মিকতা নিয়ে পুনরায় চিন্তভাবনা শুরু করেছিলেন রুশদ। অন্যদিকে আরাবীও দর্শনের খুঁটিনাটি জানবার সুযোগ পান। যদিও আরাবী নিজেও একজন উৎকৃষ্ট দার্শনিক ছিলেন, তথাপি রুশদের প্রতি তার ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। আধ্যাত্মিকতার মাঝে বিচরণ করেই কীভাবে দার্শনিকতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করা যায়, সে অনুপ্রেরণা তিনি রুশদের কাছেই পেয়েছিলেন। ৪০ বছরের মধ্যেই জীবনের ভ্রমণ অংশটাও সম্পন্ন করেন ইবনে আরাবী। তিউনিস, ফেজ, মারাক্কেশ, বাগদাদ, সিরিয়া, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া সহ তৎকালীন পৃথিবীর মোটামুটি সকল গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানকেন্দ্রগুলোতে ভ্রমণ করে ফেলেন তিনি। এরপর তিনি পবিত্র মক্কা নগরীতে ভ্রমণ করেন হজ্বব্রত পালনের জন্য। কিন্তু কাবাশরীফ তাওয়াফ করাকালীন তিনি আবারো একটি দৈব আদেশ পান। তাকে মক্কায় কিছুকাল থাকার জন্য বলা হয়। আদেশ মেনে তিনি মক্কায় ৪ বছর অবস্থান করেন এবং চারটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এদের মধ্যে 'মিশকাত আল আনওয়ার' বা হাদিস সমগ্র, 'রুহু আল কুদুস' বা আন্দালুসিয়ার সুফিদের জীবনী, ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। অন্যদিকে মক্কায় থাকাকালীনই ইবনে আরাবী তার জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা 'ফুতুহাত আল মাক্কিয়াহ' রচনার কাজ শুরু করেন। ক্রুসেডের সময় ইবনে আরাবী আনাতোলিয়ার (তুরস্ক) শাসক সুলতান কায় কাউসের নিকট চিঠি লিখে কঠোরহস্তে ক্রুসেডারদের দমনের অনুরোধ জানান। এর কিছুকাল পর তিনি নিজেই আনাতোলিয়া ভ্রমণ করেন কায় কাউসের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। সেখানে বেশ কয়েকবছর বসবাস করে দামস্কে স্থায়ী হবার পরিকল্পনা করেন। এখানে থাকাকালীনই বিগত ৩০ বছরের আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে রচনা করেন 'ফুতুহাত আল মাক্কিয়াহ'। এখানেই ১২৪০ খ্রিস্টাব্দের ৪০ নভেম্বর পরলোকগমন করেন বিখ্যাত সুফি দার্শনিক ইবনে আরাবী। ইবনে আরাবী নিজের সকল কাজের তালিকা তৈরি করেছিলেন। তার সে তালিকা অনুযায়ী তার মোট লেখার সংখ্যা ২৫১টি, যেগুলোর মধ্যে কিছু অনুবাদকর্মও রয়েছে। যদিও ইতিহাসের বিভিন্ন উদ্ধৃতি অনুযায়ী তার মোট কাজের সংখ্যা ৮০০ ছাড়িয়ে যায়। তার সবচেয়ে বিখ্যাত ১৬টি বই অনুদিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়। তবে, তার এত সংখ্যক লেখার কোনোটিইরই আদি কপি বা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে আবার বিতর্কও রয়েছে। কিছু পাণ্ডুলিপিকে অনেকে তার সময়ের বলে উল্লেখ করলেও, অধিকাংশের ধারণা সেগুলো পরবর্তী সময়ের হাতে লেখা প্রতিলিপি মাত্র। যেগুলো আমরা পাই, সেগুলো হয় অনুবাদ কিংবা ছাপা প্রতিলিপি। কেবল তার প্রগাঢ় জ্ঞান আর গভীর সুফি চিন্তা ধারার জন্য তাকে সুফিবাদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলা হতো না, বরং সুফিবাদকে তাত্ত্বিক করে তোলার পেছনে তার অবদানের জন্যই তিনি এরূপ খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। তার শ্রেষ্ঠ কাজগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করছি পাঠকের সুবিধার জন্য। আল ফুতুহাত আল মাক্কিয়াহ (দ্য মাক্কান ইলুমিনেশন): এটি ইবনে আরাবীর শ্রেষ্ঠ রচনা। ৩৭ খণ্ডের এই মহাগ্রন্থটি আধুনিককালে ৪ খণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মোট ৫৬০টি অধ্যায়ে রহস্যময় সুফি দর্শন থেকে শুরু করে অধিবিদ্যিক দর্শন, সবই আলোচনা করা হয়েছে। ফুসাস আল হিকাম (দ্য রিংটোন অব উইজডম): উপরের ৫৬০ অধ্যায়ের মহা গ্রন্থটি পড়ার যদি সময় না থাকে, তাহলে আপনি এই গ্রন্থটি পড়তে পারেন। এটিকে অনেক সময় ইবনে আরাবীর জীবন ও দর্শনের সারসংক্ষেপ বলা হয়ে থাকে। দিওয়ান: আল আরাবীর কবিতাসমগ্র। রুহ আল কুদস (হোলি স্পিরিট ইন দ্য কাউন্সেলিং অব দ্য সোল): আন্দালুসিয়ায় থাকাকালীন নিজের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে লিখেছেন এই বইটি। বইটি তৎকালীন সুফিদের জীবনী নির্ভর। মাসাহিদ আল আশরার (কটেমপ্লেশন অব দ্য হোলি): নিজের জীবনের মোট ৬টি দৈবঘটনা এবং আদেশ নিয়ে লিখেছেন এই বইটি। মিশকাত আল আনওয়ার (হাদিস সংকলন): ১০১টি গুরুত্বপূর্ণ হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। তারজুমান আল আশওয়াক (দ্য ইন্টারপ্রেটার অব ডিজায়ারস): স্বপ্নের ব্যাখ্যা এবং ভাগ্য বিষয়ক আলোচনা। আইয়াম আল শা'ন (দ্য বুক অব গড'স টাইম): সময়ের উৎপত্তি এবং প্রবাহ নিয়ে দার্শনিক আলোচনা। উনকা মুঘরিব: সুফিবাদের সংজ্ঞা এবং বিস্তারিত। ইবনে আরাবীর কিছু দর্শন যতটা সহজ ছিল, কিছু দর্শন ছিল ঠিক ততটাই দুর্বোধ্য। দর্শন এবং সুফিবাদের ক্ষেত্রে তার ভাষারীতি এবং বর্ণনার ধরণ সম্পূর্ণ আলাদা। তার শব্দচয়ন এবং বুনন ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের। তার লেখা পড়তে সুবিধা করার জন্য তার অনুসারীর কেবল তার লেখার জন্য পৃথক একটি অভিধান তৈরি করেছিলেন! পবিত্র কুরআনে যেরূপ মানবজাতির প্রতি সার্বিক বিধানসমূহ অত্যন্ত গম্ভীর এবং ঝংকারপূর্ণ কবিতার আকারে এসেছে, ইবনে আরাবীর কবিতাগুলো কিছুটা তেমনই। সমগ্র কুরআন একটি অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্য। আর এই সাহিত্যকে আদর্শ ধরেই নিজে সাহিত্য রচনা করেছেন আরাবী। অন্যদিকে আল আরাবীর ফুতুহাত গ্রন্থটিকে এককথায় সুফিবাদের বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে। সুফিবাদের তিনটি মূল স্তম্ভ যুক্তি, প্রথা এবং অন্তর্দৃষ্টিকে তিনি অনুপম দক্ষতায় ব্যাখ্যা করেছেন এই গ্রন্থে। এই গ্রন্থেই তিনি তার বিখ্যাত দর্শন 'ওয়াহাদাত আল ওয়াজুদ' বা 'ইউনিটি অব বিং' এর পরিচয় করান। এর সহজ বাংলা হতে পারে অস্তিত্ব বা সত্তার একত্ব। তার এই দর্শনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে তার অন্তর্নিহিত শক্তি আর সম্ভাবনার নাগাল পাইয়ে দেয়া। যিনি সঠিক পথে গিয়ে নিজের প্রকৃত ক্ষমতা উন্মোচন করতে পারবেন, তিনি 'ইনসান আল কামিল' বা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠবেন। এককথায় ইউনিটি অব বিং এর মূলকথা হচ্ছে, "যেহেতু সৃষ্টিকর্তা সবকিছুর উর্ধ্বে এবং সর্বোৎকৃষ্ট, তাই তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে আলাদা নন কিংবা বিশ্বসংসার তার থেকে আলাদা নয়। বরং, সমগ্র মহাবিশ্ব তার মাঝেই নিমগ্ন আছে!" কিন্তু তার এই গভীর চিন্তা সমকালীন অনেকেই ধরতে পারেনি। ফলে তাকে 'সর্বেশ্বরবাদী' উপাধি দেয় অনেকে এই যুক্তিতে যে, তিনি সর্বত্র সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি বিরাজমান বলেছেন হেতু তিনি সবকিছুকেই সৃষ্টিকর্তা বিবেচনা করেন! অথচ তার এই দর্শনে অত্যন্ত চমৎকারভাবে মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠার বাণী রয়েছে। সৃষ্টিকর্তা যেমনি তার সৃষ্টির মাঝে বিরাজমান, অন্য কথায় তার মাঝেই তার সৃষ্টি নিমজ্জিত হয়ে আছে, তেমনি একজন যথযথ পূর্ণাঙ্গ মানুষ তার কাজের মাঝেই বিরাজমান। অধ্যবসায় আর সাধনার মাধ্যমেই কেবল মানুষ পূর্ণতা লাভ করতে পারে। আর যিনি পূর্ণতা লাভ করেন, তিনি সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারেন।
ইবনে আরাবী শুধু সমকালীন সুফিদের শিক্ষক ছিলেন না, তিনি তার পরবর্তী সময়ের সকল সুফি সাধকের জন্য এক চিরন্তন অনুপ্রেরণাদায়ী আদর্শ হয়ে আছেন। সুফিবাদ তার দ্বার যতটুকু প্রভাবিত হয়েছে তা অন্যান্যদের ক্ষেত্রে কল্পনার অতীত। কিন্তু তাই বলে তিনি একজন নিছক সুফি সাধক নন, তিনি একজন উৎকৃষ্ট দার্শনিকও বটে। ইসলামের গৌরবময় স্বর্ণযুগের মহান মনিষীদের দর্শন পড়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তার দর্শন ছাড়া। শেষ করবো তার একটি উক্তি দিয়ে। "অজ্ঞ ব্যক্তি তার অজ্ঞতা সম্পর্কেও অজ্ঞ। কারণ সে তার অজ্ঞতায় প্রতিনিয়ত অবগাহন করে চলে! জ্ঞানী ব্যক্তিও তার জ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানী নয়। কারণ সে প্রতিনিয়ত তার জ্ঞানের আলোয় অবগাহন করে চলে! আর যে ব্যক্তি আল্লাহর একক অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে, একটি গাধাও তার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে বলে সে প্রমাণ করে!"

# শিক্ষা: পরিচিত স্রোত ও ভিন্নতর ভাবনা

পাভেল আখতার

'শিক্ষক' শব্দটির মহিমা অপার, অনন্ত ! পাঠ্য বইয়ের নিষ্প্রাণ তথ্য শিক্ষার্থীর মগজে ঢুকিয়ে কিছু পড়ানো যায় ; কিন্তু 'শিক্ষক' হতে গেলে আরও 'অনেক মহিমা'র প্রয়োজন হয় ! 'শিক্ষার্থী' কোনও নির্জীব বস্তু নয় ! তার যে একটি নিভৃত ও সুকুমার অন্তর্জগৎ আছে, একজন 'শিক্ষক' সেই সুপ্ত অন্তর্জগৎ-এর বিকাশসাধন করবেন । শিক্ষার্থীকে 'ভাবতে' শেখানো, তার চিন্তা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতাকে শাণিত করে তোলা, তাকে 'স্বপ্নদর্শী' করে তোলা, 'জগতের আনন্দযজ্ঞে' নিমন্ত্রিত হওয়ার প্রেরণা ও সমাজে শিকড় ছড়িয়ে থাকা অজস্র 'বিষাদবৃক্ষ' উৎপাটনের সংকল্প তার হৃদয়ে প্রোথিত করে দেওয়ার সুরে একজন 'শিক্ষক' তার সত্তাটিকে বাঁধবেন বড় যত্নে । 'শিক্ষার্থী'-কে তিনি করে তুলবেন যথার্থ 'মুক্ত মানুষ' । শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কে থাকবে 'বন্ধুত্বের উষ্ণতা'। একজন যথার্থ শিক্ষকের মধ্যে থাকবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সততা, নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি । পোশাকে, বচনে, পরিচ্ছন্নতায় সবকিছুতেই তিনি হয়ে উঠবেন সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক । 'যোগ্য শিক্ষক' কথাটি নিয়ে সমাজে যে চর্চা তার মূলে কেবল অনুরণিত হচ্ছে মেধার ধার ও ভার । এই চর্চা নিতান্ত সংকীর্ণ ও সরল । 'যোগ্য শিক্ষক' নয়, আমাদের আসলে দরকার 'যথার্থ শিক্ষক'। এবং, একথা বলাই বাহুল্য, এই জায়গায় বিরাট শূন্যতা রয়েছে !
একজন আদর্শ শিক্ষক শুধু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নয়, তাঁর সত্তাকে সমাজের সঙ্গেও গ্রথিত করেন গভীরভাবে । প্রকৃতপক্ষে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর প্রতি তাঁর মমত্বের অনুশীলন হয়, যে মমত্ব তিনি পরে বাইরের সমাজের বৃহত্তর জনসমাজের প্রতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হন । প্রয়াত কবি শঙ্খ ঘোষ অত্যন্ত ছাত্রপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন । সেই তাঁকেই আমরা বারবার দেখেছি সামাজিক সংকটে, মানবতার লাঞ্ছনায় ঝলসে উঠতে, তাঁর স্বকীয় শৈলীতে । যে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীকে ভালবাসেন না, তার অন্তরাত্মার জাগরণ ঘটাতে সচেষ্ট থাকেন না, বৃহৎ সমাজের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তোলার প্রেরণা সঞ্চার করেন না ; আর এসবই হয় গভীর মমত্ববোধ থেকে, সেই শিক্ষক বাইরের সমাজে যাবতীয় অন্যায়ে কীভাবে মুখর হবেন, মানুষের ব্যথায় ব্যথিত হবেন, গোষ্ঠীগত অপ্রিয়তা সত্ত্বেও 'সত্য' উচ্চারণে নির্ভীক হবেন ? তিনি তো

মমত্বের অনুশীলনেই ফাঁকি দিয়েছেন ! তিনি তো শ্রেণিকক্ষেই 'নির্জীব' ছিলেন ! কেবল 'বেতন লহ বাঁটি'র প্রতি ধ্যানস্থ ছিলেন ! কয়েক বছর আগের কথা । জনপ্রিয় 'দাদাগিরি' অনুষ্ঠানটি সেদিন একদল কচিকাঁচা শিশুর উপস্থিতিতে বর্ণময় হয়ে উঠেছিল । এক ফাঁকে সঞ্চালক 'মহারাজ' ( সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ) সবাইকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে, ভবিষ্যতে কে কী হতে চায় । ব্যতিক্রমীভাবে একটি শিশু 'টিচার' হতে চায় শুনে মহারাজ কারণ জিজ্ঞেস করেন । শিশুটি বলে যে, 'টিচার' হলে সে ছাত্রদের বকতে বা মারতে পারবে ! উত্তরটি শুনে অনুষ্ঠানে হাসির রোল উঠল । বলাই বাহুল্য, একজন 'ইস্কুলটিচার' হিসেবে সেই হাসি আমার মুখেও ফুটে উঠল । কিন্তু তারপর সংক্রামক হাসির আয়ু ফুরোলে শিশুটির মনস্তত্ত্ব নিয়ে ঈষৎ ভাবিত হলাম ।
যারা 'শিক্ষকতা' পেশাটির সঙ্গে যুক্ত, তারা যতই গালভরা দাবি করুক না কেন পেশাটির 'মহত্ত্ব' কিংবা 'পবিত্রতা' নিয়ে, সেসবের প্রতি যথার্থ সুবিচার কি তারা করতে পেরেছেন ? একজন শিক্ষক একজোড়া রক্তচক্ষু নিয়ে কেন এগিয়ে যাবেন একটি একরত্তি শিশুর দিকে--এই প্রশ্ন কি কখনও তারা নিজেকে করেছেন ? অনেকেই সেই গতানুগতিক কথাটি বলবেন, 'শাসন' ছাড়া কি 'শিক্ষাদান' হয় ? এইখানেই গলদ । 'শিক্ষা' দান করার জিনিস যে নয় সেই মৌলিক বিষয়টাই আমাদের বোধে ও শিক্ষাব্যবস্থায় অ-চর্চিত । উপরন্তু, 'ছাত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ'--এর কথা যদি বলা হয় তাহলে তা একটি 'অলীক তত্ত্ব' হিসেবে গণ্য হতে পারে ! 'শিক্ষা' হ'ল আদানপ্রদানের ব্যাপার, সেখানে দাতা-গ্রহীতার অস্তিত্ব নেই । একজন শিক্ষক ছাত্রের কাছ থেকেও 'শিখতে' পারে, 'শিক্ষা' নিতে পারে । ছাত্রকে 'গ্রহীতা' ভেবে নেওয়ার ফলে শিক্ষকের মধ্যে আসে একধরনের প্রভুত্বের মনোবৃত্তি ; আর তখন তার শাসনটা খাজনা না-দিতে পারা প্রজার প্রতি জমিদারের পীড়নের মতো হয়ে যায় । কারণ, সেখানে তো কোনও মমত্বের, স্নেহের স্পর্শ থাকে না । সত্যজিৎ রায়কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ছোট্ট শিশুদের দিয়ে তিনি কীভাবে এত অসামান্য অভিনয় করিয়ে নেন । তাঁর উত্তর ছিল--প্রথমত, তিনি ওদের শিশুই ভাবেন না ।
দ্বিতীয়ত, তাঁর নির্দেশনার ভঙ্গিটাই এমন থাকে যে, শিশুটি অভিনয়ের দ্বারা তাঁকেই 'ধন্য' করে দিচ্ছে--তিনি নন, বরং শিশুটিই বড়, প্রধান । প্রশ্ন উঠবে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রকে কি এই চোখ দিয়ে দেখা হয় ? হয় না । তাই তার কাছে শিক্ষকের 'শাসন'ও হয়ে ওঠে বিভীষিকাময় এক পীড়ন মাত্র । কে বলতে পারে যে, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের দ্বারা হিংসার অনুশীলন ওই শিশুটির অবচেতন মনে প্রতিহিংসার জন্ম দেয়নি, যার ফলে তার অমন অপ্রত্যাশিত উত্তর ? হ্যাঁ, উত্তরটি আমাদের মতো পরিণত মানুষদের কাছে অপ্রত্যাশিত তো বটেই, কিন্তু সেকথা যত সহজে মনে আসতে পারে, তার চেয়ে উত্তরটির মধ্যে যে 'মর্মবেদনা' লুকিয়ে আছে, তা দ্রুত বুঝতে না-পারলে আর 'পরিণত' হওয়ার দাবি করে কোনও লাভ নেই ! এই আবহে যে প্রশ্নটি নানা কারণেই বিচলিত করে তা এই যে, তাবৎ শিক্ষার্থীকে সংবেদী, সহমর্মী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যাবে কোন্ মন্ত্রবলে ?
সমকালীন প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে, অনেক বাঙালিই ২৬ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগরের জন্মদিনটিকে 'শিক্ষক দিবস' হিসেবে ভাবতে চাইছেন । এটা নিছক 'বাঙালি আবেগ' ছাড়া আর কিছু নয় । রাধাকৃষ্ণন সম্পর্কে কিছু 'গল্পগাছা' বাতাসে ভেসে বেড়ানোর পরই এ-জাতীয় 'আবেগ' পল্লবিত হয়েছে । কিন্তু, যদি পরিবর্তন করতেই হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনটিই কি সবচেয়ে 'আদর্শ' নয় ? তাঁর মতো 'শিক্ষক' আর কে ছিলেন ? শুধু 'ভাবাদর্শ' রচনা নয়, আস্ত একটি 'প্রতিষ্ঠান' গড়ে 'শিক্ষা' সম্পর্কে তিনি তাঁর বিরল গোত্রের 'দর্শন'কেই বাস্তবায়িত করে গিয়েছিলেন । প্রমথনাথ বিশী, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ বিখ্যাত মানুষেরা 'আদর্শ শিক্ষক' রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছেন । তবে, আরেকজন 'শিক্ষক'ও ছিলেন, যাঁর কথা না বললেই নয় । তিনি ডিরোজিও । 'আদর্শ শিক্ষক' তো তিনিও । কিন্তু, রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতে না-পারলে বাঙালি তাঁকে তো গ্রহণ করতে পারবেই না । কারণ, ডিরোজিও একটি তুমুল ঝড়ের নাম, রবীন্দ্রনাথ সেখানে মধুর, শান্ত সমীরণ ! যাই হোক, 'ব্যতিক্রমী চিন্তা ও পথের' ছায়াতলে আশ্রয় নিতে বাঙালি বহুকালই বিমুখ হয়েছে । একথা ঠিক যে, শিক্ষাবিদ বা শিক্ষা-প্রসারক হিসেবে বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য । 'সমাজসংস্কারক' বিদ্যাসাগরের গুণকীর্তন করতে গিয়ে তাঁর এই দিকটা কিছুটা হলেও বিস্মৃত হওয়া গেছে, যা সমীচীন নয় । বাংলায় সম্ভবত বেগম রোকেয়া ও বিদ্যাসাগরের তুল্য 'প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিপ্লবী' আর নেই ।
এতদসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকেই এগিয়ে রাখতে হবে । তিনি কেবল 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' নামক ইট-কাঠ-পাথরের 'কারাগার' নিয়ে ভাবেননি । বরং সেই 'কারাগার'-কেও 'জীবন্ত' করে তোলার প্রক্রিয়া নিয়ে বিপুল ভাবনা বা দর্শন ছিল তাঁর । এক্ষেত্রে তাঁর কোনও 'বিকল্প' নেই ।

# রূপা এখন একা

আহমদ রাজু

সন্ধ্যা সাতটা। টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দে এগিয়ে যায় রূপা সেদিকে। ফোন রিসিভ করে বলল, 'হ্যালো।'

ওপাশ থেকে উত্তর এলো, 'এটা কী মাহমুদ সাহেবের বাসা?'

'হ্যাঁ; আপনি কে বলছেন?' রূপা বলল।

'আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বলছি'

হাসপাতাল থেকে! চমকে ওঠে রূপা। সে উদ্বেগজনক কণ্ঠে বলল, 'বলুন।'

'মাহমুদ সাহেব এক্সসিডেন্ট করেছে। এখন আমাদের এখানেই আছে।'

হঠাৎ রূপার হাত থেকে ফোনের রিসিভারটা পড়ে যায় মেঝেতে। চিৎকার দিয়ে ওঠে সে। বৌমার চিৎকার শুনে ছুটে আসে মাহমুদের মা। মাহমুদের বাবা কিছুক্ষণ আগে অফিস থেকে ফিরেছে। হাত মুখ ধুয়ে তিনি চা নিয়ে বসেছেন সবেমাত্র। চায়ের কাপটা টেবিলেও ওপর রেখে তিনিও ছুটে আসেন। এসে দেখে মেঝেতে বেহুশ হয়ে পড়ে আছে তাদের ছেলে বউ। রূপাকে ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চোখে মুখে জল ছিটায়। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে কেঁদে ওঠে রূপা। তার মুখের দিকে ঝুকে পড়ে শ্বশুর- শাশুড়ী। 'মা, আপনার ছেলে এক্সসিডেন্ট করেছে।' রূপার এই কথাটি কানে যেতেই মাহমুদের বাবা-মা কেঁদে ওঠে। তারা কালবিলম্ব না করে রূপাকে নিয়ে ছুটে যায় হাসপাতালে।

ঠাণ্ডা ঘরে নিস্তেজ দেহ নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে মাহমুদ। রক্তে আচ্ছাদিত সমস্ত শরীর তার। রূপা উন্মাদের মতো দৌঁড়ে যায় সেদিকে। তাকে বাঁধা দেবার মতো কেউ নেই এখানে। নিজে ডাক্তার হয়েও আপন মানুষটার জন্যে কিছুই করতে পারেনি আজ। কেন, কী কারণে সে অকালে চলে গেল তার হিসাব কখনও হয়তো পাবে না রূপা। কী দোষেইবা তাকে একা ফেলে চলে গেল অনন্ত অসীমের দিকে? কোন উত্তর খুঁজে পায় না রূপা। সে অঝোর ধারায় চোখের জল ফেলার পরিবর্তে নীরবে তাকিয়ে থাকে মাহমুদের রক্তমাখা মুখের দিকে।

সকালে মাহমুদের মনটা ছিল ফুরফুরে। অন্তত বিগত একটা বছর যেমন কেটেছিল তার থেকে অনেক অনেক ভাল। রূপা তার সামনে মন খুলে হেসেছিল, কথা বলেছিল, জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা অকোপটে শেয়ারও করেছিল। মাহমুদ ইতিবাচক হিসাবে নিয়েছিল রূপার সব কথা- সব অর্থ। অফিসে যাবার সময় সে রূপাকে বলেছিল সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে তাকে সারপ্রাইজ দেবে। কি সারপ্রাইজ জিজ্ঞাসা করতেই মাহমুদ বলেছিল, 'যদি বলেই দিই তাহলে সারপ্রাইজ আর থাকলো কই?' রূপা আর কথা বাড়ায়নি তখন। তবে কী তার নিজের মৃত্যুটাই রূপাকে সারপ্রাইজ হিসাবে দিতে চেয়েছিল? রূপা মনে মনে সারপ্রাইজের জন্যে অপেক্ষায় ছিল সত্য তাই বলে, তার স্বামীর মৃত্যু! এমন ভাবনা তার স্বপ্নে কোনদিন আসেনি।

মাহমুদের মা-বাবা পাগলপ্রায়। তাদের একমাত্র ছেলে আজ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে পরপারে। এক পাহাড় সমান কষ্টের বোঝা তাদের ওপর থেকে কোনদিন নামবে না হয়তো। বরং দিন দিন সে কষ্ট ফুলে ফেঁপে পৃথিবীকে স্পর্শ করবে। ছেলের বউকে তারা আর আটকিয়ে রাখতে চায়নি। তারা খোলাখুলি বলেই দিয়েছে, 'বউমার জীবনের সিদ্ধান্ত সে নিজেই নিক।' রূপা তাদের মুখের ওপর তেমন কিছুই বলেনি। শুধু একটি কথাই বলেছিল, 'আমি হয়তো আপনাদের ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পারবো না, তবে আপনাদের সাথে তাকে হারানোর বেদনাকে তো ভাগ করে নিতে পারবো।' একথা শুনে মাহমুদের মা তার বৌমাকে জড়িয়ে ধরে অঝোর ধারায় কেঁদেছিল সেদিন।

পরিশিষ্ট

সাদা শাড়ি পরে জীবন নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে আছে রূপা। মাহমুদের এভাবে চলে যাওয়া সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। তবে কী মাহমুদ তার হাসি দেখার জন্যে এতদিন বেঁচে ছিল? নাকি তার হাসিটা'ই কাল হয়েছে? কোন হিসাব মেলে না তার।

রায়হান কী তাকে আজো মনে রেখেছে? নাকি ভুলে গেছে? রূপা চায় সবাই তাকে ভুলে যাক দিনের ছায়ার মতো। ভুলে যাক, রূপা নামের কেউ একজন জগৎ সংসারে এসেছিল। ভালবেসেছিল- ভালবাসার স্বপ্ন দেখেছিল। মাঝে মাঝে মনে হয়, আজকের পরিণতি দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে রায়হান আর বাঁধ ভাঙা হাসিতে ফেটে পড়ছে সে। সে হাসি লোক থেকে লোকান্তরে পৌঁছে যাচ্ছে যেন। অশথ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দূর দিগন্তে রক্তিম সূর্য দেখে বিভিন্ন প্রশ্নের উদয় হয় রূপার মনে। হলুদের আভায় ভরা সমস্ত আকাশ। কোথাও কোথাও কালোর হাতছানি। মাঝখানে অসহায় সূর্যটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে সময়ের বুকে। একটু পরেই আঁধারে ছেয়ে যাবে পৃথিবীর রঙ। জেগে উঠবে নতুন আলো। সে আলোয় রূপা কী আলোকিত হবে? নাকি একবিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় হারিয়ে ফেলবে হারানো অতীত? *সমাপ্ত...*

সখিনার একটি মাত্র ছেলে। বছর পাঁচেক বয়স।তাদের পরিবারটা নিম্নবিত্ত,তবুও সখিনা ছেলেকে ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়েছে ।সে জানে নুন আনতে পান্তা ফুরায় সংসারে মাস শেষে বেতন দিতে তাদের কষ্ট হবে। তাঁর স্বামী রমজান আলী টোটো চালায় ,তাতে কোনো রকমে সংসারটা চলে।কিন্তু সখিনার যে বড়ো স্বপ্ন , তাঁর ছেলে ভালো পড়াশোনা করবে , বড়ো চাকরি পাবে। তাঁর তো আর বেশি পড়া হয়নি! অষ্টম শ্রেণির গণ্ডি পেরোতে না পেরোতেই বাবা বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন।

সিয়াম ছোট্ট ছেলে,তবুও সে যেন মায়ের স্বপ্নের কথা বোঝে,বোঝে বাবার কষ্টও।এই জন্যই বুঝি সেও ভালো পড়াশোনা করে।ভালো পড়াশোনা করে বৈকি । এবার যে নার্সারিতে সে পরীক্ষাটা দিলো তাতে সিয়াম সবার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে।পরের শ্রেণিতে আবারও ভর্তি হয়েছে। তবে সে ভালো পড়াশোনা করলেও তার স্কুলে খুব একটা ভালো লাগে না।মাঝে মাঝেই মাকে বলে,

"স্কুলে তোমার কথা খুব মনে পড়ে মা,আমার ওখানে ভালো লাগেনা তোমার কাছে চলে আসতে মন চায়।"

মা রসিকতা করে বলেন,

"এখন মা মা করিস,যখন বড়ো হবি, তোর বিয়ে দেব তখন আর মাকে ভালো লাগবে না ! তখন তো বউই সব কিছু হয়ে যাবে।"

মায়ের এই রসিকতা সিয়াম বোঝে না।সে মায়ের শাড়ির আঁচল ধরে বসে বসে মায়ের কথা শোনে।

তারপর বহু বছর পেরোলো । সিয়ামের পড়াশোনা শেষ হলো ভাগ্যক্রমে চাকরিও পেল। কলেজের প্রোফেসর। তখন তার বয়স ত্রিশ বছর। সখিনা ছেলের বিয়ে দেওয়ার জন্য স্বামীকে বললেন,

"ছেলে তো চাকরি পেল, এবার একটা মেয়ে দেখো ছেলের বিয়ের জন্য।চাকরি পেলে বিয়ে করব বলে বলে তো ছেলে বুড়ো হয়ে গেল।"

"দেখি কাল ঘটককে একবার দেখা করতে বলেছি ।"

"আমার একটি মাত্র ছেলে বউ যেন খুব সুন্দর হয়।"

"আমাদের মত পরিবারে অমন বউ কে দিবে?"

"কেন দিবে না? আমাদের অবস্থা যেমনই হোক ,ছেলে তো এখন চাকরি পেয়েছে নাকি ?"

রমজান আলীর বাড়িতে তারপর দিন ঘটক এলো।তিনি একটা পাত্রীর সন্ধান দিলেন।মেয়ের বাবার অবস্থা ভালোই। মেয়েও দেখতে বড় সুন্দরী।মেয়ের বাবা চাকরিজীবী জামাই খুঁজছিলেন এতদিন।সিয়াম চাকরি করছে বিয়েটা হয়ে যেতে পারে।

বিয়েটা সত্যি হল।সরকারি চাকরিওয়ালা ছেলে কোন মেয়ের বাবাই না চায়! তবে এমন সুন্দরী অবস্থাওয়ালা ঘরের মেয়েকে বউ করে আনাই যেন সখিনার জীবনে কাল হয়ে দাঁড়াল।বউ আলালের ঘরের দুলালি।কোনো কাজে হাত দেয় না । সংসারের সমস্ত কাজ করতে হয় সখিনাকে। উচ্চবিত্ত আর নিম্নবিত্তের সাথে সম্পর্ক স্থাপন হলে এই এক সমস্যা, উচ্চবিত্ত শাশুড়ি নিম্নবিত্ত বউ কে নিম্ন দৃষ্টিতে দেখে আর উচ্চবিত্ত বউ নিম্নবিত্ত শাশুড়িকে নিম্ন দৃষ্টিতে দেখে।তবে এখানেই শেষ নয় সখিনার , ছেলের বিয়ে হয়েছে সবে তিন মাস হল আর এর মধ্যেই ছেলে মায়ের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। দু- একটা কথা বলে তাও অসন্তোষজনক কণ্ঠে।

মা কেঁদে বুক ভাসায়! তাঁর এত আদরের ছেলে,এত কষ্ট করে যে ছেলেকে সে বড় করল,আজ সেই ছেলে তাঁর সাথে দু দণ্ড ভালো করে কথা বলে না!একজন মায়ের কাছে এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে!

ছেলের বিয়ের বছর দুয়েক পর সখিনার স্বামী মারা গেলেন। ছেলে যখন ছোটো ছিল সখিনার মনে হত, ছেলেই তাঁর সব। কিন্তু আজ সে উপলব্ধি করতে পারছে , একটা নারীর কাছে স্বামীই তার সব। যার সামনে দিন শেষে সুখ দুঃখের দুটো কথা বলা যায়, মন খুলে কান্না করা যায়!আজ সেও হারিয়ে গেল!আর ছেলে থেকেও যেন নেই !

সখিনাকে তাঁর ছেলে বউ দুবেলা দু মুঠো খেতে দেয় এই যা। মায়ের পরনের যে শাড়ি প্রয়োজন, শীত পড়েছে মায়ের একটা সোয়েটার বা চাদর প্রয়োজন , বয়স হয়েছে মায়ের পুরোনো গুলোতে আর শীত কাটেনা।এসব ছেলের চোখে পড়ে না। অথচ ছেলে বউয়ের নিত্য নতুন শাড়ি জমা আরো কত কী!

রমজান আলী মারা যাবার বছর খানেক পর বউয়ের ছেলে সন্তান হল। সখিনার মনে হল,এই পৃথিবীটার মত পৃথিবীর নিয়ম গুলোও গোল , চক্রের ন্যায় ঘুরতে থাকে।আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগে তাঁর ছেলে হয়েছিল,এখন তাঁর বউয়ের ছেলে হল।এই ছেলেও হয়তো পিতা মাতার সাথে তদ্রূপ আচরণই করবে,যেমন তাঁর ছেলে তাঁর সাথে করছে। কিছু কর্মের ফল এই পৃথিবীতেই ভোগ করতে হয়। তবে তাঁর এমনটা মনে হলেও তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, যেন তাঁর নাতি তাঁর ছেলের মত না হয়। সে যে মা , সে সন্তানের খারাপ চাইতে পারে না।

গড়ালো সময়, দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর। সখিনার নাতির বয়স তখন পাঁচ কি ছয় হবে। নাতিকে সখিনা বড্ড ভালো বাসে। একদিন সন্ধ্যাবেলা সখিনা নাতিকে নিয়ে গল্প করছিলেন নিজের ঘরে। সহসা ঘরে প্রবেশ করল সিয়াম, মায়ের পাশে গিয়ে বসলো। মায়ের চোখে জল এলো,আজ কতদিন পর ছেলে তাঁর পাশে বসেছে। কিন্তু কে জানত এই বসাই শেষ বসা হবে সিয়ামের! সখিনা বালিশের পাশ হাতরে চশমাটা খুঁজে চোখে পড়ল। ছেলের মুখ পানে চাইল,আহা!আজ কতদিন হলো সে ছেলেকে ভালো করে দেখিনি!

সিয়াম বারকয়েক এদিক সেদিক তাকালো। কিছুটা ইতস্তত করেই জানালো, কাল মাকে সে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবে। বয়স হয়েছে তাঁর, এখন বৃদ্ধাশ্রমে থাকাটাই ভালো হবে। সেখানে নাকি তাঁর খুব যত্ন হবে, তাঁর বয়েসের অনেক মহিলা আছেন, তাঁদের সঙ্গে তিনি থাকবেন গল্প করবেন।কোনো অসুবিধেই হবে না।

সখিনা চোখে অন্ধকার দেখলেন। হৃদয়ে মেঘ জমলো তাঁর, সাথে কোথাও এক তীব্র অসহনীয় যন্ত্রণা। হৃদয়ের মেঘ গুলোই বুঝি চোখে বর্ষণ হয়ে নামল। কণ্ঠ দিয়ে কোনো শব্দই তিনি উচ্চারণ করতে পারলেন না। ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। মায়ের চোখের জল সে দেখলো কি না এ কথা বলা বড় দুষ্কর।

তারপর দিন সকাল দশটায় গাড়ি এলো সখিনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ছেলের বউ সকাল বেলা শাশুড়ির প্রয়োজনীয় জিনিস গুছিয়ে রেখেছিল। এই প্রথমবার সে স্বেচ্ছায় শাশুড়ি মায়ের জন্য কোনো কাজ করলো। আজ শাশুড়ি বিদায় হবে বলেই হয়ত, যখন গাড়ি এলো তখন সে শাশুড়িকে ডাকতে গেলো, হাসি মুখে বলল,

"আসুন মা গাড়ি চলে এসেছে"

সখিনা তখন একটা সাদা কাগজ আর কলম নিয়ে বসেছে, ছেলের জন্য চিঠি লিখবে বলে। বউয়ের তাড়া দেখে তিনি বেশি কিছু লেখার সময় পেলেন না। শুধু লিখলেন---

প্রিয় সিয়াম,

আমার ছোট্ট পেটে, ছোট্ট ঘরে তোমার জন্য জায়গা হয়েছিল।কিন্তু তোমার বড়ো ঘরে আমার জন্য জায়গা হলো না!

চিঠি ভাঁজ করে মা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। গাড়িতে ওঠার সময় ছেলের হাতে চিঠিটা দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন । সখিনার চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রুকণা গড়িয়ে পড়ল। গাড়ি স্ট্রাটের ধোঁয়ার ঝলাসে চোখে জল এলো বুঝি!

# ভোকাট্টা

শংকর সাহা

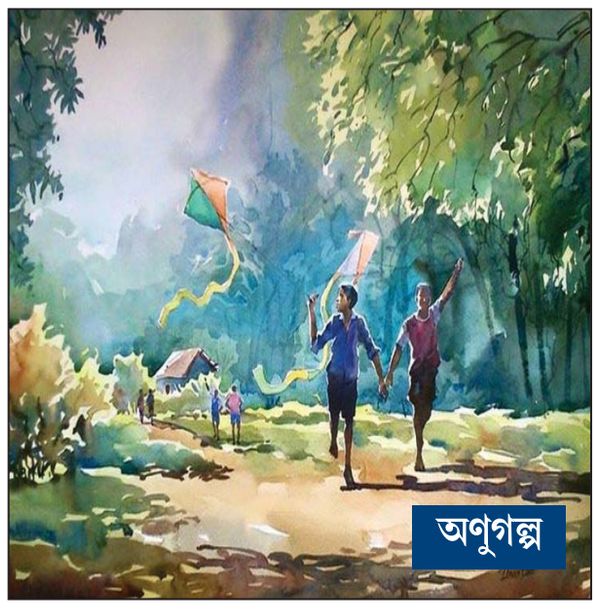


সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষ আধুনিক হয়েছে। আধুনিক হয়েছে তার মন ও মানসিকতার। কিন্তু আজও শিশুমনে কল্পনায় পুরাতনকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। শরতের অবকাশে আজ ঋষির মনও চঞ্চল হয়ে ওঠে ,প্রকৃতির সংগে তার মনের এক প্রাণোচ্ছলতা চলতে থাকে। বাইরে প্রকৃতিতে দেবীর আগমনের সুর । তাই পড়াশোনার অবসরে দাদাঠাকুরের কাছে বিভিন্ন গল্পশোনা তার প্রায় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

বছর আটের ঋষি আজ দাদাঠাকুরের কাছে শুনেছে ওনাদের সময়ে ঘুড়ি বানানোর গল্প। কতই না মজা করতেন সেইসব দিনগুলোতে। রঙবে রং কাগজে ঘুড়ি বানানো ।

মাঠে গিয়ে সেইসব দিনগুলোতে লাটাই হাতে নিয়ে ঘুড়ি উড়ানোর পালা। কত আনন্দ,

কত মজা। " জানো , ঋষি আমাদের গ্রামে ঘুড়ি উড়ানোর আনন্দটাই অন্যরকম ছিল।

ঠাকুরদার কাছ থেকে গল্পগুলো শোনার পর থেকে ঋষির ভাবনার স্তরে কাজ করে সেই

দিনগুলোর কথাগুলো।

সেদিন সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরতেই ঋষি বাবার হাতটি শক্ত করে জড়িয়ে ধরে

বলতে থাকে, " বাবা,ঠাকুরদা আমাকে ওনাদের গ্রামের মাঠে ঘুড়ি উড়ানোর গল্প শুনিয়েছেন। আরও বলেছেন সেইসব ঘুড়ি আর লাটাই এর গল্প। তুমি আমায় বানিয়ে দেবে ঘুড়িখানি ? ছেলের কথা শুনেই পেশায় সরকারী আইনজীবি মৃণালবাবু বলে ওঠেন, " ওসব ছোটোদের বানাতে নেই। কাল তোমায় বাজার থেকে কিনে এনে দেবো। ।

ছেলের হাত ছেড়ে সোজা তিনি ঘরে চলে গেলেন। বাবার মুখে " না" শব্দটি শুনে ঋষি স্তম্ভিত হয়ে যায়। সে ভাবতে থাকে, মনকে বারে বারে প্রশ্ন করে। তবে যে ঠাকুরদা বললেন তাকে?

পরের দিন ঋষি তেমন কারো সাথে কথা বলেনা। শুধুই আকাশের দিকে নির্লিপ্ত চোখে তাকিয়ে থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে তার এক টানাপোড়েন।

দুপুরে অফিস থেকে ফেরার পথে ব্যাগে করে ছেলের জন্যে ঘুড়ি নিয়ে আসেন মৃণালবাবু । ঋষির নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ঘরে যেতেই তিনি দেখেন ,"বিছানার এককোণে শুয়ে আছে সে। পাশে রাখা একটি ড্রয়িংখাতা আর তাতে ঋষির নিজের হাতে আঁকা একটি ঘুড়ির ছবি।

মৃণালবাবুর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। ছেলের ইচ্ছের কাছে আজ তিনি হেরে গেলেন..

# শিক্ষক হবার স্বপ্ন

ইত্তেফাকরুল ইসলাম (বাপ্পী)

বাস্তব জীবনটা সত্যি বড়ো কঠিন ,
দিনে দিনে বাড়ছে বোঝার ঋণ।
তাইতো এতকিছু ঋণের বোঝার পর
আমি এখনও স্বপ্ন দেখি শিক্ষক হবার ।
আমাকে দেখে সমাজ শিক্ষিত বেকার বলে ,
বলতে পারিনা কষ্টে শুধু মনের ক্ষত জ্বলে ।
অনেক কষ্ট হয় ,আমি করব না আর ভয় ,
একদিন শিক্ষক হয়ে সবার মন করব জয় ।
দেখতে দেখতে বয়স আমার হয়ে যাচ্ছে পার,
এম.এস.সি,বি.এড,ডি.এল.এড, টেট পাশ করে কতদিন থাকবো বেকার ?
শিক্ষক হবার স্বপ্ন দেখে, করেছি কি ভুল ?
বয়স আমার বেড়ে যাচ্ছে, সাদা হল চুল ।
শিক্ষক হলেন সমাজ গড়ার কারিগর,
শিক্ষক হবার স্বপ্ন ছাড়ব না, যত আসুক বাঁধা ঝড় ।
শিক্ষিত বেকার হয়ে থাকতে হবে কতদিন ?
দিনে দিনে বাড়ছে আমার ধারের বোঝার ঋন ।
বাড়িতে বৃদ্ধ পিতামাতার লাগে মেডিশন
চাকরি না পেয়ে করছি টিউশন ।
পাড়ায় আমায় দেখে সকলে করে মজা,
শিক্ষক হতে চেয়েছি বলে নাকি, পাচ্ছি সাজা।

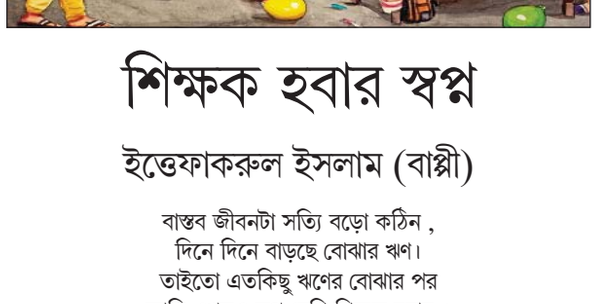

# শরৎ যেন মন কাড়ে!

শ্যামল বণিক

ভাদ্র মাসে তালের পিঠার সুবাসে
মিষ্টি মধুর স্বাদে জিভে জল আসে!
তাকাই যখন নদী কুলের দুপাশে,
শুভ্র সাজে কাশফুলেরা তো হাসে!
নীলাঞ্চলে মেঘের বিচরণটারে
রৌদ্র মেঘের খেলার দারুণ ক্ষণটারে,
মুগ্ধতায় আজ যে হায় হৃদয় নাড়ে!
শিউলী ফোটা শরৎ যেন মন কাড়ে!

## ছড়া-ছড়ি

# আজব দেশ

আসগার আলি মণ্ডল

বাক স্বাধীনতা যাচ্ছে হারিয়ে
সত্যিটা আজ মেকি
মিথ্যাকে যারা বাসেন ভালো
বলছেন তারাও একি !

আসল কথা সুনাম কেনা
আম জনতার কাছে
সত্যিটাকে মিথ্যা বলার
কৌশল জানা আছে।

তবেই ওরা হয়েছেন নেতা
হয়েছেন দেশের মাথা
দিন চলে যায় আরামেতে
বিক্রি করে কথা।

অসহায় যারা পাইনি বিচার
আজব আমার দেশে
সব ভুলে ঠিক ভোট দিতে যায়
এসব জেনেও শেষে।

# বৃষ্টির তালে

রাজীব হাসান

গুড়ুম গুড়ুম ডাকছে আকাশ
বইছে হাওয়া প্রবল
ঝড়-তুফানে উলোটপালোট
যা ছিলো সব সবল।
প্রবল ঝড়ে গাছের ডালে
ছন্দ তোলে টিনের চালে
ঝপাৎ ঝপাৎ বৃষ্টি
কলকল তানে গড়িয়ে যায়
কি অপরূপ সৃষ্টি।
থরথর করে কাঁপছে দূরে
লণ্ডভণ্ড বুড়ির কুঁড়ে
ছাউনি গাছের ডালে
প্রবল ঝড়ে বাসন কোসন
ভাসে পাশের খালে।
গুড়ুম গুড়ুম শব্দের তালে
কান্না করেন বুড়ি
চারদিকে সব ফাঁকা ফাঁকা
গেলো সবই উঁড়ি।

# ফড়িং

গোপা সোম

নেচে নেচে উড়ি আমি,
করি তিড়িং বিড়িং,
ছয়টি পদ, চারটি ডানা,
নামখানি মোর, ফড়িং।
পাখা আমার স্বচ্ছ অতি,
নানা রঙের দেহ,
জলার ধারে থাকি আমি,
নেই কোনো গেহ।
মাথা মোর, ভালোই বড়,
এদিক সেদিক ঘোরে,
দীর্ঘায়িত দেহ খানা,
লম্বা লেজের তরে।
পায়ে আছে বহু কাঁটা,
আঁকড়ে বসি গাছে,
ফুড়ুৎ করে, যাই সরে,
মানুষ এলে কাছে।
গাছের কচি পাতা খেয়ে,
করি জীবন ধারণ,
পুঞ্জাক্ষিতে দেখি আমি,
বিচিত্র মোর গড়ণ।।

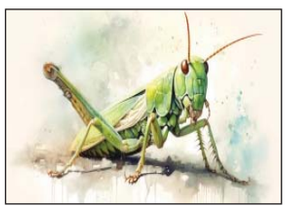

# ছাত্রের প্রতি

মোহিত করাতি

শিক্ষা নাও চিরকাল
চোখ কান খোলা রেখে।
ছাত্র হয়ে থাকতে হবে
জ্ঞান পিপাসু হয়ে।
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে
রেখো কুসংস্কার দূরে।
সমাজ টাকে শুধরে দিও
সমাজ সংস্কারক হয়ে।
শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনভর
আদর্শ রেখো অক্ষুন্ন।
ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিও
হয়োনা মনঃক্ষুন্ন।
শ্রম বিনা সফলতা
হয় দুষ্প্রাপ্য।
কর্মযোগী হয়ে ওঠো
সফলতা ভবিতব্য।
আগামীর সৈন্য তোমরা
দেশ গড়ার কারিগর।
তোমাদের হাতে ন্যস্ত ভার
যুগ যুগ বরাবর।

# মেঘলা আকাশ ও শিশু

কোমল দাস

আকাশ তুমি কি কারণে এমন মেঘলা হলে
তোমার মা কি বকেছে খুব নেয়নি কদিন কোলে?
নাকি রোদে তোমার সাথে ঝগড়াঝাঁটি করে
গুড়ুম-গুড়ুম শব্দ করে মারছে তোমায় ধরে?

তোমার দিকে তোমার মা কি দিচ্ছে না তা-ও দৃষ্টি?
অবাক কাণ্ড কাঁদছ তুমি বলছে সবাই বৃষ্টি!
আমার সাথেও এমনটা হয় বিধায় আমি বুঝি
কাঁদলে যে কেউ তাই তো আমি সেটার কারণ খুঁজি।

আমি একটি ছোট্ট শিশু আমার মনও নরম
কিন্তু বকলে অভিমানে হয়ে উঠি গরম,
আর কেঁদো না লক্ষ্মী আকাশ এখন একটু হাসো
মা না নিলে আজকে তুমি আমার কোলেই আসো।

# চোরাবালি

ফারজানা ইয়াসমিন

মাঝে মাঝে অসংখ্য মাকড়সার জাল,
আঁকড়ে ধরে আমার মস্তিষ্ক।
আমি যতই ছিঁড়তে চাই না কেন,
ততই চোরাবালিতে ডুবে যেতে থাকি যেন।
যেন মহাকালের গহ্বরে যাচ্ছি তলিয়ে,
এতটুকুও আলোর স্পর্শ অবশিষ্ট নেই যেন জীবনে।
আমি হাতড়ে ফিরি আনাচকানাচে একটু,
নিঃশ্বাস নিতে বাতাসের ঘ্রাণ আর আপন কিছু।
আমার বিষন্ন মন টুপ করে ডুব দেয়,
ঝুলে থাকা চাঁদের আলোয় রাতের কার্ণিশে।
যেন সকল অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়,
শহরের অলিগলিতে এক গাল জ্যোৎস্নার হাসি নিয়ে।

# নেইমার কি আল হিলালের স্কোয়াড থেকে বাদ যাচ্ছেন!

**আপনজন ডেস্ক:**গত বছরের অক্টোবরে ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে চোটে পড়েন নেইমার। এখনো মাঠের বাইরেই আছেন এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আলাদাভাবে অনুশীলন শুরু করেছেন, দিয়েছেন মাঠে ফেরার ইঙ্গিতও। অনুশীলনে ফিরলেও অবশ্য নেইমার পুরোপুরি ফিট হয়ে কবে মাঠে ফিরবেন, তা এখনো নিশ্চিত নয়। পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যম 'রেকর্ড' বলছে, আগামী বছরের জানুয়ারির আগে নেইমারের ফেরার সম্ভাবনা নেই। নেইমারের ক্লাব আল হিলালের কোচ নাকি ৩২ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে নিয়ে সতর্ক থাকতে চান। এদিকে নেইমারের জন্য পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে আল হিলালের এই মৌসুমের দলবদল। সৌদি প্রো লিগের নিয়ম অনুসারে ক্লাবগুলো প্রতি মৌসুমে ৮ বিদেশি খেলোয়াড় নিবন্ধন করতে পারে। এ মুহূর্তে আল হিলালে নেইমারসহ বিদেশি খেলোয়াড় ৯ জন। শেষ মুহূর্তে দলে যোগ দিয়েছেন রেনান লোদি। জানা গেছে, শেষের জায়গাটি নিয়ে লোদির সঙ্গে নেইমারের লড়াই চলছে। সৌদি প্রো লিগের মৌসুম সামনে রেখে ৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই চূড়ান্ত তালিকা জমা দিতে হবে আল হিলালকে। এ কারণে খুব দ্রুতই এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে দলটিকে। এ পরিস্থিতিতে নেইমার বাদ পড়তে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছে একাধিক সংবাদমাধ্যম। এর মূল কারণ, প্রত্যাশার চেয়ে ধীরগতিতে নেইমারের সেরে ওঠা। আল হিলাল কোচ হোর্হে জেসুস নাকি নভেম্বরের আগে নেইমারের দলের অনুশীলনে ফেরার সম্ভাবনা দেখেন না। সে হিসেবে ডিসেম্বরে শীতকালীন বিরতিতে যাওয়ার আগে নেইমারের বড়জোর দুই বা তিনটি ম্যাচ খেলার সুযোগ আছে। ফলে পর্তুগিজ কোচ নেইমারকে স্কোয়াডের বাইরে রাখতে চান।

# ইউএস ওপেন: আমেরিকার ১৫ বছরের অপেক্ষা ঘোচালেন ফ্রিটজ

**আপনজন ডেস্ক:** অ্যান্ডি রডিক ২০০৩ সালে ইউএস ওপেন জয়ের সময় টেলর ফ্রিটজ ৫ বছরের বালক। রডিকের সেই জয়ের পর যুক্তরাষ্ট্রের আর কোনো পুরুষ টেনিস খেলোয়াড় গ্র্যান্ড স্লাম জিততে পারেননি।
ছয় বছর পর ২০০৯ সালে উইম্বলডনের ফাইনালে ওঠেন রডিক। গ্র্যান্ড স্লামে ছেলেদের এককে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো খেলোয়াড়ের ফাইনালে ওঠার সেটাই ছিল সর্বশেষ নজির। ১৫ বছর পর এবার ইউএস ওপেন দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই খরা কাটালেন ফ্রিটজ। নিউইয়র্কে আজ ছেলেদের এককে সেমিফাইনালে ফ্রান্সিস তিয়াফোকে ৪-৬, ৭-৫, ৪-৬, ৬-৪, ৬-১ গেমে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছেন র‍্যাঙ্কিংয়ে ১২তম যুক্তরাষ্ট্রের এই খেলোয়াড়। আগামী সোমবার ছেলেদের এককের ফাইনালে ফ্রিটজের প্রতিপক্ষ ছেলেদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানীয় ইতালির ইয়ানিক সিনার। অন্য সেমিফাইনালে ব্রিটেনের জ্যাক ড্রাপারকে ৭-৫, ৭-৬ (৭/৩), ৬-২ গেমে হারিয়ে প্রথম ইতালিয়ান পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠেছেন এ বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনজয়ী সিনার।
তিয়াফোর কাছে প্রথম সেটে হারের পর ঘুরে দাঁড়িয়ে পরের সেট জিতে নেন ফ্রিটজ। তৃতীয় সেটে আবার হারলেও শেষ দুটি সেট জিতে ঠিকই ফাইনালে ওঠেন ২৬ বছর বয়সী ফ্রিটজ। ১৬তম 'এইস' মেরে জয়ের পর ফ্রিটজ বলেন, 'শুরুতেই সে দাপট দেখিয়েছে এবং আমিও কিছুটা এলোমেলো হয়ে পড়েছিলাম। নিজেকে শুধু বলেছি, টিকে থাকো, সার্ভিসগুলো ঠিকমতো করে স্কোরবোর্ডের ওপর চাপ বাড়াও। টিকে থাকতে যা যা সম্ভব, সবই করেছি। যদি তা না করতাম, তাহলে আফসোসটা সব সময়ই থেকে যেত। ফাইনালে সর্বস্ব নিংড়ে দিব।' সেমিফাইনালে বেশির ভাগ সময় তিয়াফোই দাপট দেখিয়েছেন। কিন্তু চতুর্থ সেটে নেটের কাছে আলসেমি করে ড্রপ শট মিস করার পর তাঁর খেলা এলোমেলো হয়ে পড়ে। এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। পঞ্চম ও চূড়ান্ত সেটে খেলা হয়েছে ২৭ মিনিট। এই সেটে মাত্র ৯ পয়েন্ট তুলে নিতে পেরেছেন তিয়াফো। এ নিয়ে ইউএস ওপেনে সর্বশেষ তিনবারে দুবারই সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে পড়লেন তিনি, 'এটা হজম করা কঠিন। কষ্ট দেবে। ভেবেছিলাম, আমিই ভালো খেলছি। কিন্তু চতুর্থ সেটে গিয়ে ক্রাম্পের শিকার হই। শরীর একরকম শাটডাউন হয়ে গিয়েছিল। এটা স্নায়ুর ওপরও প্রভাব ফেলেছে।'
তিয়াফো-ফ্রিটজ মুখোমুখি হওয়ার আগে সিনার-ড্রাপারের সেমিফাইনাল ম্যাচ তিন ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছে। ২০১২ সালে অ্যান্ডি মারের পর প্রথম ব্রিটিশ পুরুষ খেলোয়াড় হিসেবে ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে ওঠা ড্রাপার ১০টি ডাবল ফল্টস ও ৪৩টি আনফোর্সড এরর করে হেরে যান। শুধু তা-ই নয়, ড্রাপার শারীরিকভাবেও সুস্থ ছিলেন না। দ্বিতীয় সেট চলাকালে কোর্টেই তিনবার বমি করেছেন।
ড্রাপার আবার সিনারের বন্ধুও। সেই বন্ধুরই বিপক্ষে জয়ের পর ইতালিয়ান তারকা বলেছেন, 'জ্যাক ও আমি একে অপরকে খুব ভালোভাবেই জানি। কোর্টের বাইরে আমরা খুব ভালো বন্ধু। ম্যাচটি শারীরিকভাবে খুব কঠিন ছিল। তাকে হারানো খুব কঠিন, এ কারণে ফাইনালে উঠতে পেরে রোমাঞ্চ জাগছে।' ম্যাচে ৪৩টি উইনার্স মারা সিনার কোর্টে একবার পরে গিয়ে কবজিতে চোটও পেয়েছেন।

# ১৩ সেকেন্ডে গোল খেয়েও ফ্রান্সকে হারাল ইতালি

**আপনজন ডেস্ক:** ইউরোতে ব্যর্থ হওয়া দুই ইউরোপিয়ান পরাশক্তি ফ্রান্স ও ইতালি গতকাল মুখোমুখি হয়েছিল নেশনস লিগের ম্যাচে। তবে ঘরের মাঠে খেলা হওয়ায় এবং সাম্প্রতিক ফর্ম বিবেচনায় ফেবারিট ধরা হচ্ছিল ফ্রান্সকেই। মাত্র ১৩ সেকেন্ডের মধ্যে গোল করে ইতালিকে কড়া বার্তা দিয়েই শুরুটা করেছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে-আঁতোয়ান গ্রিজমানরা। কিন্তু এরপরই যেন ভোজবাজির বদলে যায় সব কিছু।
পিছিয়ে পড়া ইতালি ঘুরে দাঁড়ায় দারুণভাবে এবং ম্যাচ জিতে নেয় ৩-১ গোলে।
প্যারিসে এক মিনিট পেরোনোর আগেই ব্রাডলি বারকোলার গোলে পিছিয়ে পড়ে ইতালি। ৬ মিনিটের মাথায় ডেভিড ফ্রাত্তেসির হেড পোস্টে না লাগলে সমতায় ফিরতে পারত তাঁরা। তবে শুরুর সুযোগ হাতছাড়া হলেও ৩০ মিনিটে ঠিকই ম্যাচে ফেরে ইতালি। দারুণ এক গোলে আজ্জুরিদের সমতায় ফেরান ফেদেরিকো ডিমারকো। সমতাতেই শেষ হয় প্রথমার্ধ।
বিরতির পর ৫০ মিনিটে অসাধারণ ফিনিশিংয়ে ইতালিকে এগিয়ে দেন ফ্রাত্তেসি। এরপর ৭৪ মিনিটে গিয়াকোমো রাসপাদোরির গোলে ব্যবধান আরও বাড়ায় লুসিয়ানো স্পালেত্তির দল।

সর্বশেষ ইউরোতে দ্বিতীয় রাউন্ডেই থেমে যায় ইতালির দৌড়।
সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে সেই হারের পর বেশ সমালোচনার মুখেও পড়তে হয় দলটিকে। তবে ফ্রান্সকে হারিয়ে কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল দলটি।
দলের জয় নিয়ে ম্যাচ শেষে ইতালির কোচ স্পালেত্তি বলেছেন, 'ইতালিয়ানরা ফুটবল ভালোবাসে। সাম্প্রতিক সময় তারা বেদনাহত হয়েছিল। আমি আজ আনন্দিত। দলের ভালো পারফরম্যান্স দেখে স্বস্তি ফিরে এসেছে।'এখান থেকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চান জানিয়ে স্পালেত্তি আরও বলেছেন, 'এখন আমরা এ পথ ধরে চলতে পারি এবং আমরা দেখেছি এই দলটা কতটা সম্ভাবনাময়।'
স্পালেত্তির আনন্দের বিপরীতে হতাশা প্রকাশ করেছেন ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশম। দলের পারফরম্যান্স নিয়ে ফরাসি কোচ বলেছেন, 'এটা (হার) আমাদের আহত করেছে। আমি সমালোচনায় অভ্যস্ত।
যদিও ক্যারিয়ারে আমি হারের চেয়ে বেশি জিতেছি।'
নেশনস লিগে একই রাতের অন্য ম্যাচে ইসরায়েলকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে বেলজিয়াম। তবে তুরস্ক ও ওয়েলশের ম্যাচ শেষ হয়েছে গোলশূন্য ড্রয়ে। আর অস্ট্রিয়া ১-১ গোলে ড্র করেছে স্লোভিয়ার সঙ্গে।

# অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলে নির্বাচকদের দরজায় কড়া নাড়ছেন মুশিরও

**আপনজন ডেস্ক:** এক ভাইয়ের সেঞ্চুরিতে আরেক ভাই তো উদ্‌যাপন করবেনই। আর দুই ভাই যদি এক দলে খেলেন, তাহলে তো কথাই নেই।
মুশির খানের সেঞ্চুরিতে সরফরাজ খানের উদ্‌যাপনও তেমনই। তবে বিশেষ দিক হচ্ছে উদ্‌যাপনের মিলে। মাঠে তিন অঙ্ক ছোঁয়া মুশির আর ড্রেসিংরুমের ব্যালকনিতে থাকা সরফরাজ—দুজনই উদ্‌যাপন করার সময় ক্যামেরার সামনে ছুটে গেছেন। এরপর ব্যাট দিয়ে বাতাসে পাঞ্চ। পার্থক্য বলতে সরফরাজ পাঞ্চ করেন ডান হাতে, মুশির বাঁ হাতে। যদিও মুশিরও ডানহাতি ব্যাটসম্যান।
যে উদ্‌যাপন নিয়ে কথা হচ্ছে, সেটি দুলীপ ট্রফির। ভারতের প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া টুর্নামেন্টটিতে সরফরাজ-মুশির খেলছেন ভারত 'বি' দলের হয়ে। বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে তাদের প্রতিপক্ষ শুবমান গিলের নেতৃত্বাধীন ভারত 'এ' দল। চার দলের এ প্রতিযোগিতায় ভারত জাতীয় দলের বেশির ভাগ তারকা ক্রিকেটারই অংশ নিয়েছেন। লোকেশ রাহুল, মায়াঙ্ক আগারওয়াল থেকে রুতুরাজ গায়কোয়াড়, রিশভ পন্ত—সবাই খেলছেন দুলীপ ট্রফিতে। ভারতের প্রথম সারির বেশির ভাগ ক্রিকেটারের অংশগ্রহণের কারণ বাংলাদেশের বিপক্ষে আসন্ন সিরিজ। চলতি মাসে নিজেদের মাঠে নাজমুল হোসেনদের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজ খেলবে রোহিত শর্মার দল। অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন ভারতের নির্বাচক কমিটি এখনো দল ঘোষণা করেনি। ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, রোববার দুলীপ ট্রফির প্রথম রাউন্ড শেষে বাংলাদেশ সিরিজের দল ঘোষণা করা হবে। স্বাভাবিকভাবেই

নির্বাচকদের চোখ থাকা ম্যাচে পারফর্ম করতে মুখিয়ে থাকেন সবাই। ১৯ বছর বয়সী মুশির এমন এক ম্যাচে শুধু পারফর্মই করেননি, রীতিমতো প্রথম ইনিংসে ডুবতে থাকা ভারত 'বি' দলকে একা হাতেই টেনে তুলেছেন।
গতকাল ম্যাচের প্রথম দিনে মুশির উইকেটে আসেন ৩ নম্বরে, দলীয় রান তখন ৩৩। সেখান থেকে ৯৪ রান তুলতে ৭ উইকেট হারিয়ে ফেলে ভারত 'বি' দল। যশস্বী জয়সোয়াল, পন্ত, সরফরাজ, ওয়াশিংটন সুন্দর—বড় রান পাননি কেউই।
পরীক্ষিতদের ব্যর্থতার মাঝে এক প্রান্তে আগলে দাঁড়ান মুশির। অষ্টম উইকেটে নবদ্বীপ সাইনির সঙ্গে গড়ে তোলেন দুই শর বেশি রানের জুটি। ২০৫ রানের জুটিটি ভাঙে মুশির ১৮১ রান করে কুলদীপ যাদবের বলে আউট হলে। শেষ পর্যন্ত তাঁর দল প্রথম ইনিংসে তোলে মোট ৩২১ রান।
১৮১ রানের ইনিংস খেলার পথে কয়েক দফা কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে মুশিরকে। একে তো অন্য প্রান্তে ব্যাটসম্যানের আসা-যাওয়া, অন্যদিকে প্রতিপক্ষ দলে থাকা পেসার খলিল আহমেদ, আকাশ দীপ, আভেশ খানদের একের পর এক বাউন্সার। শুরুর দিকে কিছুটা রয়েসয়েই খেলেছেন, তবে পরের দিকে পাল্টা আক্রমণে পুল করেছেন, খেলেছেন র‍্যাম্প শটও। দাপট দেখিয়েছেন স্পিনারদের ওপরও। এমন একটি সেঞ্চুরি তো নির্বাচকদের চোখ এড়ানোর কথা নয়! নির্বাচকদের চোখে পড়া মানেই যে হুট করে দলে আসবেন, তা নয়। ভারতীয় ক্রিকেট দলে জায়গা পেতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়।
সরফরাজ তো বছরের পর বছর পারফর্ম করে শেষ পর্যন্ত জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন এ বছরের মার্চে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ১৯ বছর বয়সী মুশিরের জন্য দৃষ্টান্ত তাঁর ঘরেই আছে। মুশির শুধু নিজের কাজটাই করে যেতে পারেন! আর সেটা তো করছেনও।
চলতি বছর অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে করেছেন দুটি সেঞ্চুরি। এরপর রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন, সেমিফাইনালে ফিফটির পর ফাইনালে আবার করেছেন সেঞ্চুরি। এখন দেখা যাক মুশিরের জন্য কবে ভারতীয় দলের দরজা খোলা হয়।

# কিউই স্পিনারদের দায়িত্বে হেরাথ

**আপনজন ডেস্ক:** আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো টেস্ট সিরিজ খেলতে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ভারতের নইডাতে এক টেস্টের সিরিজে মুখোমুখি হবে দুই দল। তবে তার আগে রঙ্গনা হেরাথের দারস্থ হলো দলটা।
শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি স্পিনার রঙ্গনা হেরাথ এবার কিউই স্পিনারদের দায়িত্ব নিচ্ছেন। স্পিন কোচ হিসেবে নিউজিল্যান্ড বেছে নিয়েছে টাইগারদের সাবেক এই কোচকে। যিনি ২০২১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সাকিব-মিরাজদের কোচ ছিলেন।যদিও লম্বা সময়ের জন্য নয়, মাত্র ৩ টেস্টের জন্য হেরাথের সান্নিধ্য পাবে তারা। মূলত আগামী

দুই মাসে এশিয়ায় ৬টি টেস্ট খেলবে নিউজিল্যান্ড। ফলে স্পিনারদের সঠিকভাবে ব্যবহার করতে লঙ্কান এই গ্রেটের শরণাপন্ন হয়েছে কিউইরা। যার শুরুটা হচ্ছে আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট দিয়ে। টেস্টটি শুরু ৯ সেপ্টেম্বর। যদিও এই টেস্টটি আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ নয়। তবে পরের ৫টি টেস্ট শিরোপার জন্য খেলবে নিউজিল্যান্ড। যার মাঝে শ্রীলঙ্কায় দুটি টেস্ট খেলবে কিউইরা।
মূলত এই তিনটি টেস্টের জন্য কিউইদের স্পিন বোলিং কোচ হচ্ছেন বাংলাদেশের সাবেক কোচ হেরাথ। যদিও শ্রীলঙ্কা সিরিজ শেষে ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে নিউজিল্যান্ড। তবে শুধু হেরাথ নয়, ভারতের সাবেক ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোরকেও শুধু আফগানিস্তান সিরিজের জন্য নিজেদের কোচিং প্যানেলে ভিড়িয়েছে নিউজিল্যান্ড। রাঠোর ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত ভারতের ব্যাটিং কোচ ছিলেন।

# খেলার ধরন নয়, খেলায় জয়ই গুরুত্বপূর্ণ, বললেন ব্রাজিল কোচ

**আপনজন ডেস্ক:** ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্রাজিলের অবস্থান ৫ নম্বরে। ইকুয়েডর ২৭তম। শক্তিতে কিংবা ঐতিহ্যে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে ইকুয়েডরের তুলনাই চলে না। কিন্তু সেই ইকুয়েডরের বিপক্ষে ব্রাজিল আজ ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে কোনোমতে ১-০ গোলে জিতেছে, যে খেলায় সমর্থকদের মন ভরেনি। কিন্তু ব্রাজিল কোচ দরিভাল জুনিয়রের যুক্তি, জেতাটাই গুরুত্বপূর্ণ। কীভাবে জয় এল, সেটা কোনো বিষয় নয়।
ব্রাজিলের জন্য এই ম্যাচটি জেতা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই ম্যাচের আগে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে টানা চার ম্যাচ জয়শূন্য ছিল দরিভালের দল। গত বছর অক্টোবরে ভেনিজুয়েলার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্রয়ের পর উরুগুয়ে, কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার কাছে হেরেছে টানা তিন ম্যাচ। তাতে লাতিন আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাই পয়েন্ট টেবিলে বেশ চাপেও ছিল ব্রাজিল।
এই মহাদেশ থেকে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ ছয়টি ৬টি দল ২০২৬ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলার সুযোগ পাবে। সপ্তম দলটিকে খেলতে হবে প্লে-অফ। গত বছর নভেম্বরে বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে সর্বশেষ হারে পয়েন্ট টেবিলে ষষ্ঠ স্থানে নেমে গিয়েছিল ব্রাজিল। আজ ইকুয়েডরকে হারিয়ে ৭ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চতুর্থ স্থানে উঠে এসে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে দরিভালের দল।
কিন্তু সেই স্বস্তির মধ্যেও কিছুটা অস্বস্তি থেকে যাচ্ছে দরিভালের দলের খেলার ধরনে। ইকুয়েডরের বিপক্ষে ৩০ মিনিটে রদ্রিগোর করা গোলটিও হয়েছে প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে।

ম্যাচের বেশির ভাগ সময়ই এলোমেলো ফুটবল খেলেছেন লুকাস পাকেতা-ভিনিসিয়ুসরা। ব্রাজিলের জার্সিতে রিয়াল উইঙ্গার ভিনিসিয়ুসও তেমন ধারাবাহিক নন। আর ব্রাজিলের মূল যে শক্তি, মাঝমাঠে খেলা তৈরি করে আক্রমণভাগে সৃষ্টিশীলতার চূড়ান্তে পৌঁছে যাওয়া—তেমনটা অনেক দিন ধরেই দেখা যাচ্ছে না। আজ ব্রাজিলের জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে এসব নিয়ে কথা ওঠে। দরিভাল তাঁর যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।
চলতি বছরের জানুয়ারিতে দরিভাল দায়িত্ব নেওয়ার পর ব্রাজিল এখন পর্যন্ত ৯ ম্যাচের ৪টিতে জিতেছে, ড্র করেছে ৫টি (টাইব্রেকার বাদে)। এর মধ্যে জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনালে উরুগুয়ের কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নেয় তাঁর দল। সেই বিদায়ের পর আজ প্রথম ম্যাচে মাঠে নেমেও ভালো খেলতে পারেনি ব্রাজিল। এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে দরিভালের যুক্তি, 'দল এখন পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আজ আমরা জিতেছি, এটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কীভাবে জিতেছি, সেটা কোনো বিষয় নয়।'
ইকুয়েডরকে নিয়েও কথা বলেছেন দরিভাল। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গত বছর সেপ্টেম্বরে আর্জেন্টিনার কাছে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হারের পর টানা পাঁচ ম্যাচ (৩ জয় ও ২ ড্র) অপরাজিত ছিল ইকুয়েডর। এরপর হারতে হলো ব্রাজিলের কাছে। সর্বশেষ কোপা আমেরিকায়ও কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল ইকুয়েডর। টাইব্রেকারে হেরে যায় পরবর্তী সময়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া আর্জেন্টিনার কাছে। ব্রাজিলকে কত কষ্টে জিততে হয়েছে, সেটা বোঝাতেই সম্ভবত ইকুয়েডরের প্রশংসা করলেন দরিভাল, 'আমরা এমন এক দলের মুখোমুখি হয়েছিলাম, যারা এই প্রতিযোগিতায় এর আগে মাত্র একটি ম্যাচ হেরেছে। সেটা আর্জেন্টিনার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার মাঠে ১-০ গোলে। কোপা আমেরিকাতেও দলটি ভালো খেলেছে। টাইব্রেকারে হেরেছে চ্যাম্পিয়ন দলের কাছে।'
আগামী বুধবার আসুনসিওনে বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে প্যারাগুয়ের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল।

# ক্রিস্টিয়ানো আমাদের জন্য বেঞ্চমার্ক তৈরি করে দিয়েছে: হ্যারি কেইন

**আপনজন ডেস্ক:** ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পথ অনুসরণ করে যতটা সম্ভব ক্যারিয়ারকে দীর্ঘ করার পরিকল্পনা করছেন ইংলিশ অধিনায়ক হ্যারি কেইন। ৯০০ গোল করা রোনালদো ফুটবলারদের জন্য একটা বেঞ্চমার্ক তৈরি করে দিয়েছেন বলেও মন্তব্য করেন কেইন। বৃহস্পতিবার উয়েফা নেশন্স লীগের ম্যাচে রোনালদোর ৯০০ গোলের পর এ মন্তব্য করেন ইংলিশ অধিনায়ক।
প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড গড়েছেন রোনালদো।
এই রেকর্ড বায়ার্ন মিউনিখের ফরোয়ার্ড কেইনকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। ৩১ বছর বয়সী হ্যারি কেইন বলেন, 'শরীর যতদিন চাইবে ততদিন খেলা চালিয়ে যাবো। এক্ষেত্রে রোনালদো হতে পারে উদাহরণ।' ইউরো ২০২৪ এ নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি ইংলিশ অধিনায়ক কেইন। ফাইনালে তার দল স্পেনের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হয়।
কেইনের বয়স এখন ৩১, আর রোনালদোর ৩৮। এ বয়সেও ক্যারিয়ার টেনে নিয়ে যাওয়া রোনালদো সম্পর্কে কেইন বলেন, 'ক্রিস্টিয়ানো আমাদের জন্য বেঞ্চমার্ক তৈরি করে দিয়েছে। বিশ্বের অন্যতম একজন সেরা খেলোয়াড় হিসেবে শুধু নয়, একইসঙ্গে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কিভাবে নিজের ক্যারিয়ারকে দীর্ঘ করা যায় সেই বেঞ্চমার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে সে। আমি আগে মনে করেছি ৩০ বছর বয়স হলেই একজন খেলোয়াড় মন্থর হয়ে যায়। ম্যাচ কম খেলে।

এমনকি সর্বোচ্চ পর্যায়ে কোন ম্যাচ খেলার যোগ্যতা সে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ক্রিস্টিয়ানো প্রতি ম্যাচে প্রতি সপ্তাহে যা দেখাচ্ছে তা অভাবনীয়। প্রতি ম্যাচেই এখনো সে গোল পাচ্ছে। সে কারণেই আমি বলতে চাই, আমার লক্ষ্য তার মতো ক্যারিয়ার দীর্ঘ করা।' কেইন বলেন, 'আমি ইংল্যান্ডের হয়ে যতদিন সম্ভব খেলতে চাই।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**